P2A

বৈশ্বিক ইতিহাস-১

শাহরিয়ার নেওয়াজ

- বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির মৌলিক ধারণা ক্লাস কি হবেনা?
- জ্বী হবে। আন্তর্জাতিক ক্লাসগুলোর মাঝেই একটা ক্লাসে কভার করা হবে।

পিএসসি প্রদত্ত বিসিএস প্রিলির সিলেবাস

অধ্যায়	নম্বর
বৈশ্বিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি	৪
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক	৪
আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি	৪
আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি	৪
সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ	৪
	২০

- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন স্টাইলে দেওয়া।
- P2A এর লেকচার বা লেকচার বুকের সাথে সমন্বয় করে অন্য বই থেকে পড়তে পারেন।
- আজকে পড়ানো হচ্ছে লেকচার বুকের পৃষ্ঠা-১৬ থেকে পৃষ্ঠা-২২ পর্যন্ত।

প্রিভিয়াস প্রশ্ন

- 'Trafalgar Square' কোথায় অবস্থিত? - ৪৩ তম বিসিএস
- কোন চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপের "Thirty years' War" এর সমাপ্তি ঘটে? – ৪২ তম বিসিএস
- আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উদ্ভবের সময়কাল কোনটি? - ৩৯ তম বিসিএস
- ১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? - ৩৬ তম বিসিএস
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বেলফোর ঘোষণা ১৯১৭-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি ছিল? - ৩৫ তম বিসিএস

ইতিহাস

- ইতিহাস শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায়, ইতিহ + আস
- যার অর্থ এমনই ছিল বা এরূপ ঘটেছিল।

ইতিহাস মানে কি তাহলে সময়ের গল্প?

- ইতিহাসকে "সময় বা অতীতের গল্প" বলা যায়, তবে এটি শুধু কাহিনি বা গল্পের চেয়ে অনেক বেশি কিছু।
- ইতিহাস হলো মানবজাতির অতীত ঘটনা, তাদের কারণ, প্রভাব, এবং এর মাধ্যমে বর্তমানের উপর যে প্রভাব পড়েছে, সেই সবকিছুর বিশ্লেষণ।

ইতিহাস

- ‘ইতিহ’ অর্থ ‘ঐতিহ্য’।
- অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে তাকে ঐতিহ্য বলা হয়।
- এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস।

ইতিহাস

- গ্রীক শব্দ ‘Historia’ থেকে ‘History’
- “Historia” এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর অনুসন্ধান বা গবেষণা।

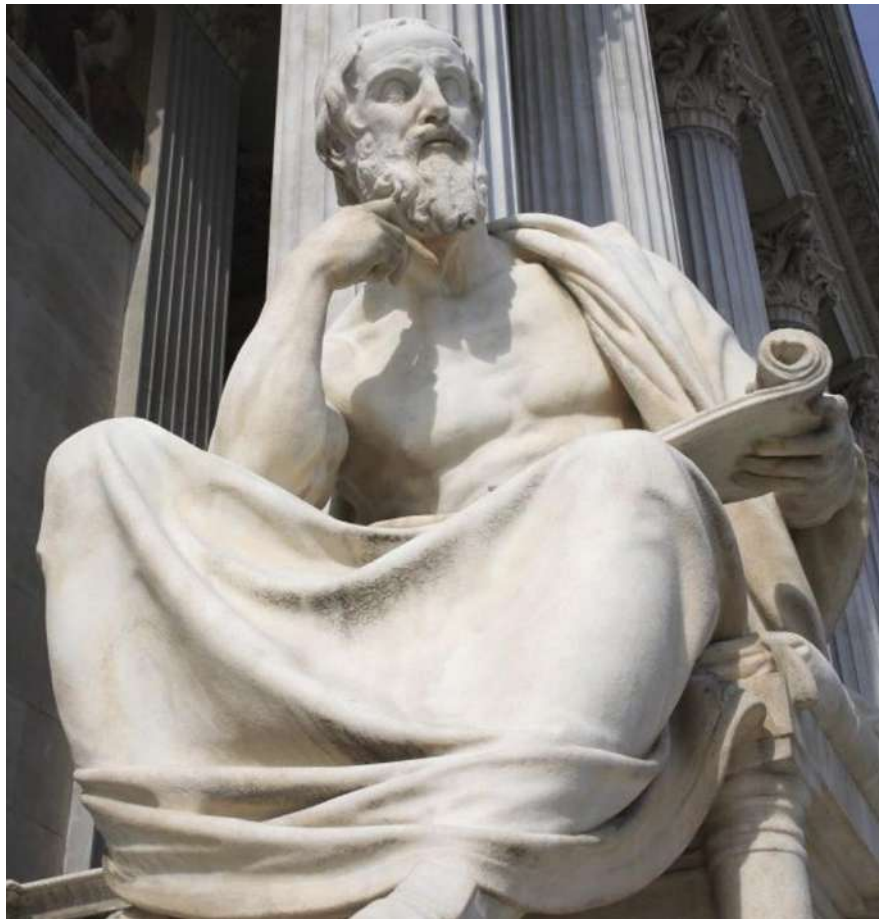

- ইতিহাসের জনক - গ্রীক দার্শনিক হেরোডটাস
- ‘Historia’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন

কেন হেরোডটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়?

- হেরোডটাস সর্ব প্রথম কারণ অনুসন্ধান করে ইতিহাস লিখেছিলেন।
- তিনি তার লেখাগুলোতে ঘটনার কারণ, প্রভাব, এবং পরিণাম বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো তুলনা করেছেন।

হেরোডটাসের বই - The Histories

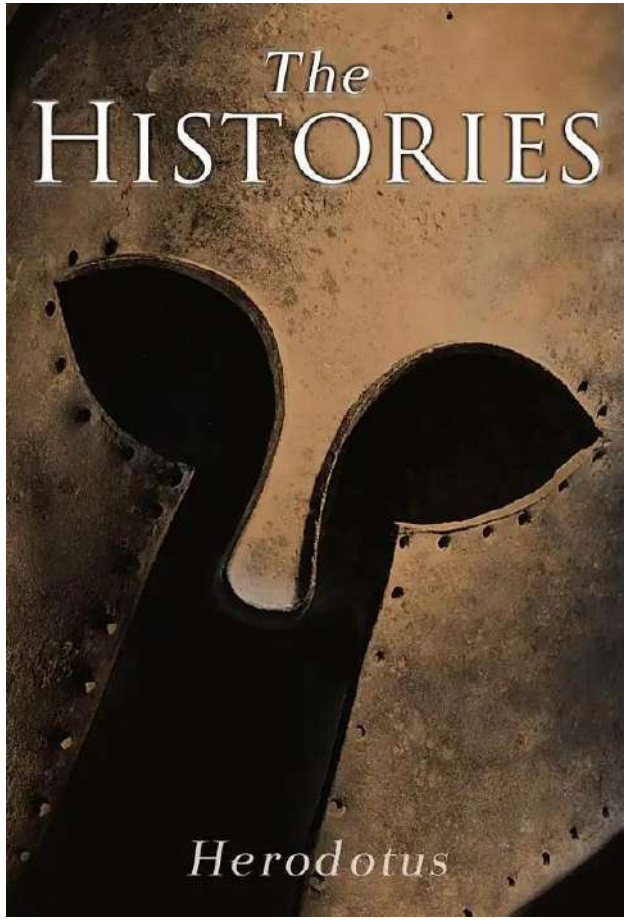

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক- থুসিডাইসিস

- তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে বর্ণনা শুনে ইতিহাস লিখেছিলেন।
- থুসিডাইডিস প্রতিটি ঘটনার পিছনের কারণ ও ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি কোনো ঘটনার ফলাফলের জন্য অতিপ্রাকৃত বা দেবতার হস্তক্ষেপকে নয়, বরং মানব কার্যকলাপ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং যৌক্তিক কারণকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

থুসিডাইসিসের বই – পেলোপনেশিয়ান ওয়ার

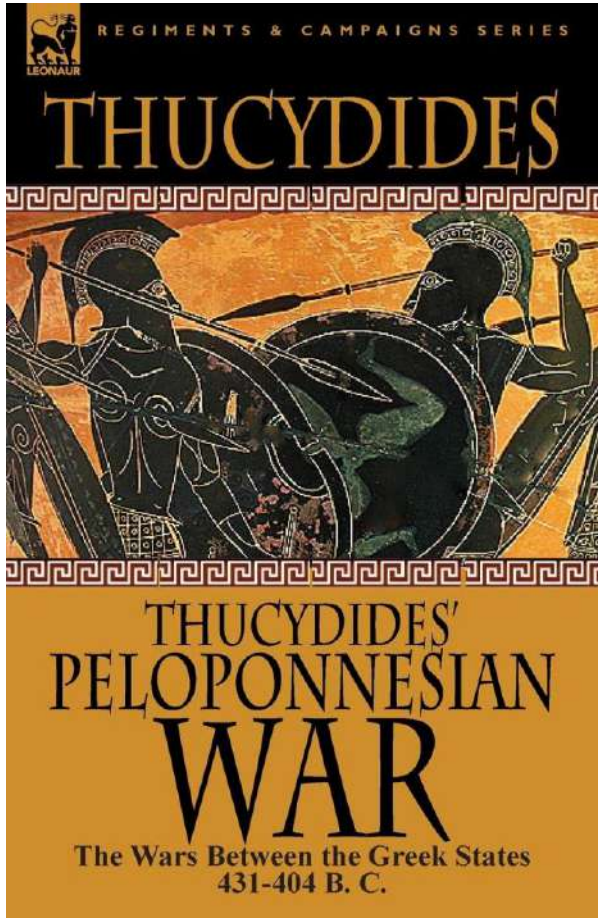

- ইতিহাসের কোন ঘটনা থেকে বৈশ্বিক ইতিহাস পড়া শুরু করব?

- সময়কাল - ত্রয়োদশ শতাব্দী

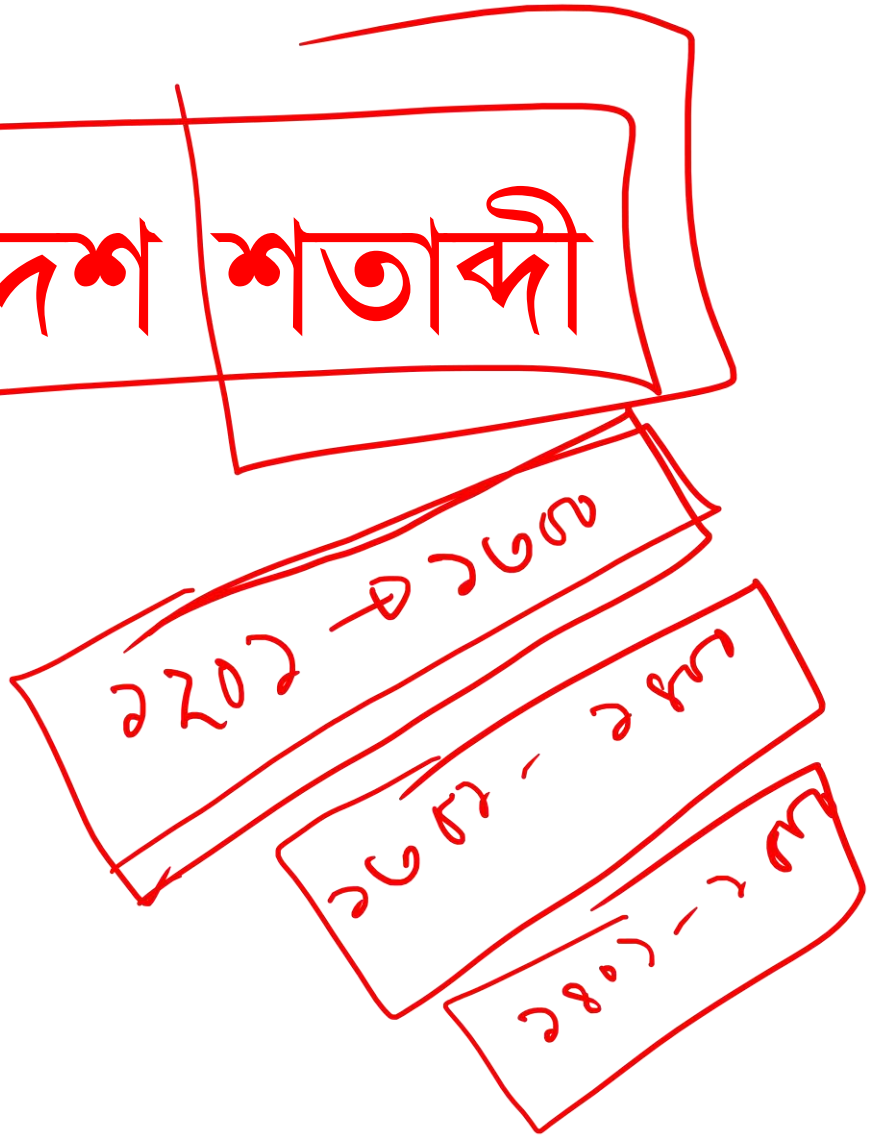

ম্যাগনাকার্টা (১২১৫)

- টেমস নদীর পারে ১২১৫ সালের ১৫ জুন রানিমেইড নামক স্থানে বসে কিং জন চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে।
- রাজা জনের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বেশ কিছু জমি ছিল ফ্রান্সে। ১২০৪ সালে ওই সম্পত্তির অধিকাংশই হাতছাড়া হয়। সম্পত্তি ফিরে পেতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন জন।
- যুদ্ধে অর্থ জোগান দিতে রাজ্যে কর বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

- রাজা জন প্রায়শই অভিজাতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতেন, এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো একক ক্ষমতায় গ্রহণ করতেন।
- অভিজাতরা চেয়েছিল রাজকীয় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে, যাতে রাজা ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন।
- রাজা জনের স্বেচ্ছাচারমূলক কাজের জন্য ভূস্বামীগণ অতিষ্ঠ হয়ে রাজার ক্ষমতা সংকোচনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

কী ছিল ম্যাগনাকার্টায়?

- ম্যাগনাকার্টার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বলা হয় যে রাজা নিজেও আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকবেন এবং তিনি ইচ্ছামতো আইনের অপব্যবহার করতে পারবেন না।
- ম্যাগনাকার্টা জনগণের কিছু মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করে, যেমন বিচার ছাড়া কাউকে বন্দি না করা এবং কর আরোপে প্রজাদের সম্মতি।
- রাজ প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদের অনুমোদন ছাড়া কারো স্বাধীনতায় বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।
- ইংল্যান্ডের সংবিধান বলতে নির্দিষ্ট কোনো দলিল নেই। এই দলিলটি সে দেশের অন্যতম সাংবিধানিক দলিল।

Magna Carta of King John, AD 1215

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল: ১৩৩৭-১৪৫৩

যুদ্ধের পক্ষ: ফ্রান্স – ইংল্যান্ড

যুদ্ধের ফলাফল: ফ্রান্স জয়ী।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

- ফ্রান্সের রাজা দশম লুই-এর কোনো জীবিত পুত্র সন্তান ছিলো না।
- মেয়েরা সিংহাসনে বসতে পারবে না, এই অজুহাত দিয়ে আর কূটনীতি করে দশম লুই-এর ভাই ফিলিপ সিংহাসনে বসে গেলো।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

- ফিলিপেরও কোনো ছেলে ছিলোনা।
- ক্ষমতা চলে যায় চতুর্থ চার্লসের কাছে।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

- চতুর্থ চার্লস মারা যাওয়ার সময় তার এক মেয়ে ছিল, কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী ছিল না।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

- চতুর্থ চার্লসের আপন বোন ইসাবেলার বিয়ে হয় ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড দ্বিতীয় এর সাথে। তাদের সন্তান এডওয়ার্ড তৃতীয়।

- ইংল্যান্ড দাবি করে ফ্রান্সের সিংহাসনের দাবীদার ইসাবেলার সন্তান ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড তৃতীয়।
- ফরাসীরা কোনও বিদেশী রাজার অধীনে যেতে অস্বীকার করে, তাই তখন ফ্রান্সের ফিলিপ ষষ্ঠ (চার্লসের চাচাতো ভাই) নিজ রাজ্যের নাগরিকাদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাজ্যভার গ্রহণে উদ্যোগ নিলে ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপের মধ্যে মতবিরোধের সূচনা হয়। এই মতবিরোধই পরবর্তীতে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- এছাড়াও আঞ্চলিক দখল, অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পুরনো শত্রুতা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল।

জোয়ান অব আর্ক

- বারো বছর বয়সের পর থেকে বলতে থাকেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে ফ্রান্সকে পুনর্গঠন করার নির্দেশ পেয়েছেন।
- তখন যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ফ্রান্সের শত বছরের দীর্ঘ যুদ্ধ চলছিল। সামাজিক বিধিনিষেধ অমান্য করে ১৭ বছরের জোয়ান অব আর্ক যুদ্ধের ময়দানে নামেন পুরুষের বেশ ধরে। ব্রিটিশ বাহিনীর হাত থেকে অরল্যান্স শহরকে মুক্ত করতে ফরাসি বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।
- পরে ব্রিটিশ বাহিনী ও তাদের ফরাসি দোসরদের হাত ধরা পড়ে যান।
- জনসম্মুখে পুড়িয়ে মারা হয় এই বিপ্লবীকে।

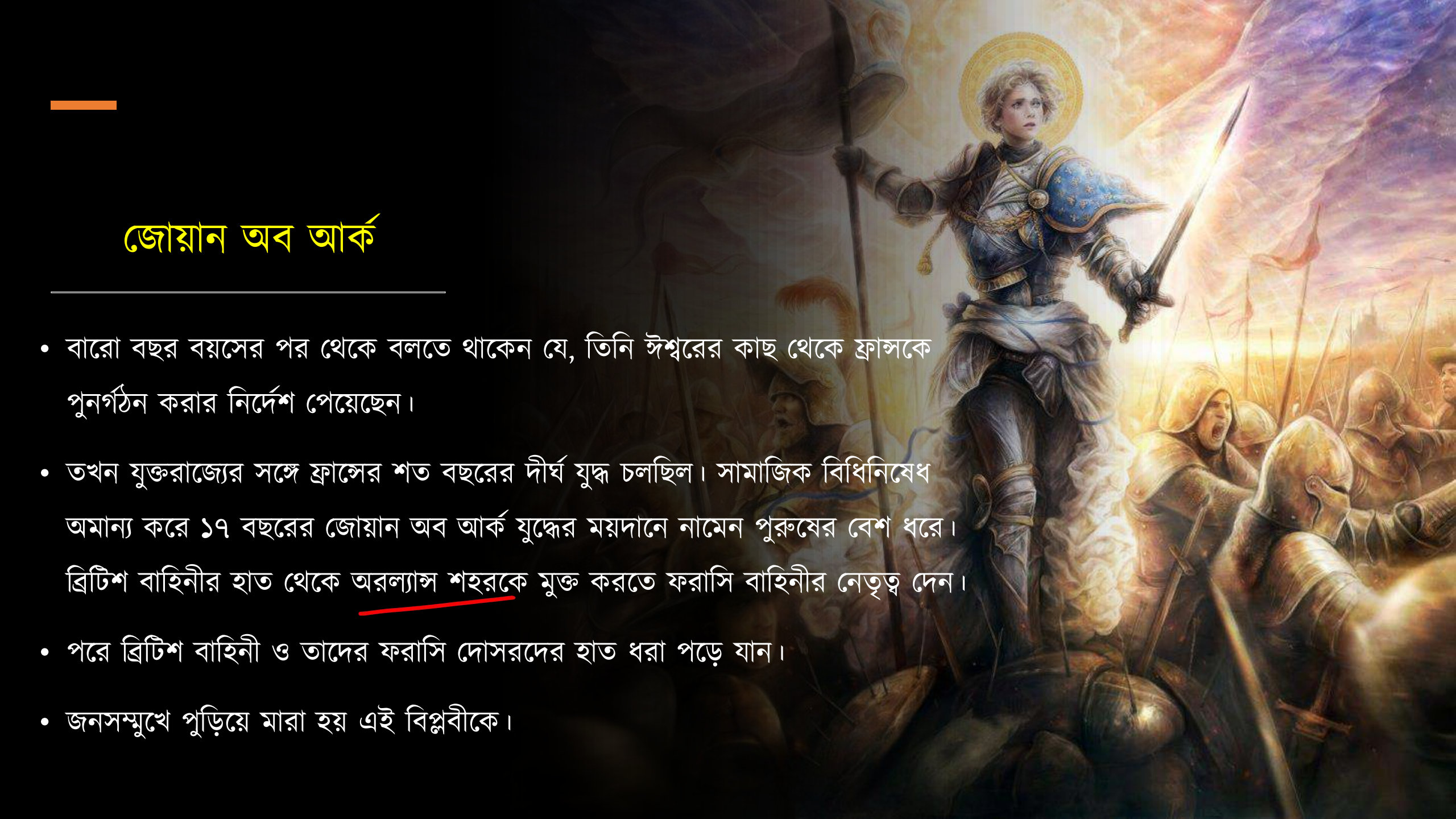

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- ইতিহাসের জনক - গ্রীক দার্শনিক হেরোডটাস
- বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক – থুসিডাইসিস
- শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল: ১৩৩৭-১৪৫৩, যুদ্ধের পক্ষ: ফ্রান্স – ইংল্যান্ড,
- যুদ্ধে ফ্রান্স জয়ী হয়।
- ফ্রান্সের বীর কন্যা জোয়ান অব আর্ক এর নাম শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সাথে জড়িত।

সময়কাল – চতুর্দশ শতাব্দী

রেনেসাঁ

- Renaissance, একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ ‘পুনর্জন্ম’(Rebirth)

রেনেসাঁ

- রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ইউরোপে Dark Ages শুরু হয়।
- Dark Ages (৫ম থেকে ১৪দশ শতাব্দী) এর পরে ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

রেনেসাঁ

- ইউরোপে গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের পুনর্জাগরণ।
- সময়কাল: চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী (১৩০১ – ১৬০০)

- তবে অনেকেই মনে করেন যে ১৪৫৩ সালে রেনেসাঁ (Renaissance) শুরু হয়েছিল।
- অটোমান সাম্রাজ্য কনস্টানটিনোপল (বর্তমানে ইস্তাম্বুল) দখল করে ১৪৫৩ সালে। এই ঘটনাটি ইউরোপে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।
- কনস্টানটিনোপলের পতনের পর বহু গ্রিক পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ ইউরোপে আশ্রয় নেন, বিশেষ করে ইতালিতে। তারা তাদের গ্রিক ক্লাসিক্যাল সাহিত্য এবং দার্শনিক চিন্তা ইউরোপে নিয়ে আসেন
- ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে দীর্ঘ ১১৬ বছরের সংঘর্ষ (শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ) ১৪৫৩ সালে শেষ হয়, যার ফলে ফ্রান্সে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। এটি ফ্রান্সের সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক ছিল এবং ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও শান্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আসে।

- রেনেসাঁর শুরু হয় ইতালির ফ্লোরেন্সে।
- ফ্লোরেন্সের মেডিসি ফ্যামিলির পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

রেনেসাঁর

বৈশিষ্ট্য

মানবধর্ম (Humanism), মুক্তচিন্তা, জাতীয়তাবাদ, ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র, চিত্রকলায় রৈখিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার, বিজ্ঞানের উন্নতি।

মানবধর্ম (Humanism)

- Humanitatis – ব্যাকরণ, ইতিহাস, কবিতা, দর্শন ইত্যাদি।
- Humanist – Humanitatis এর ছাত্র এবং শিক্ষক।

চিত্রকলায় রৈখিক দৃষ্টিভঙ্গি

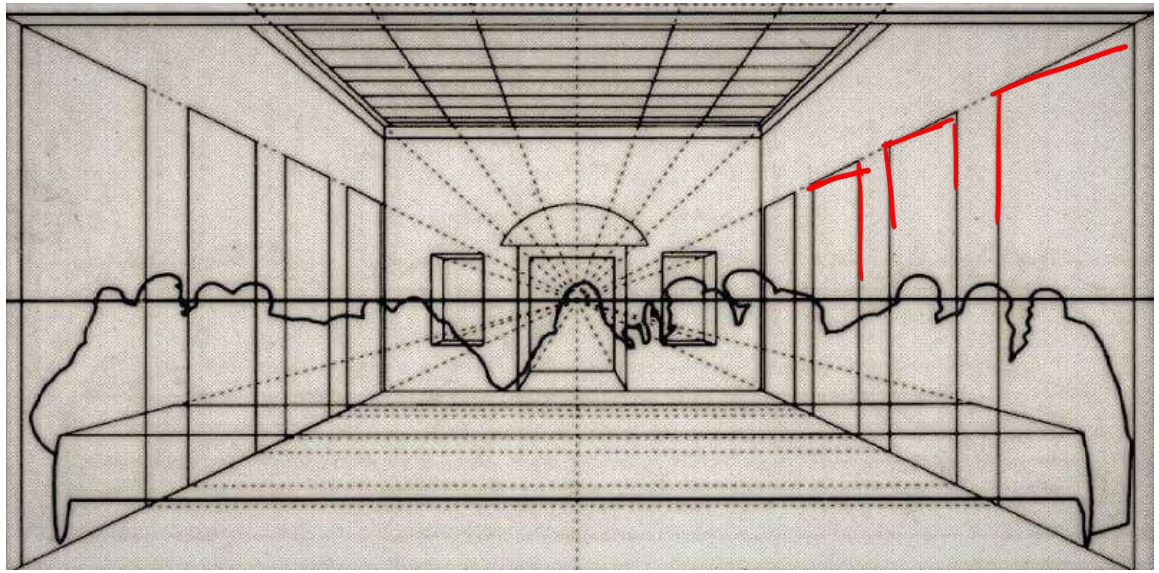

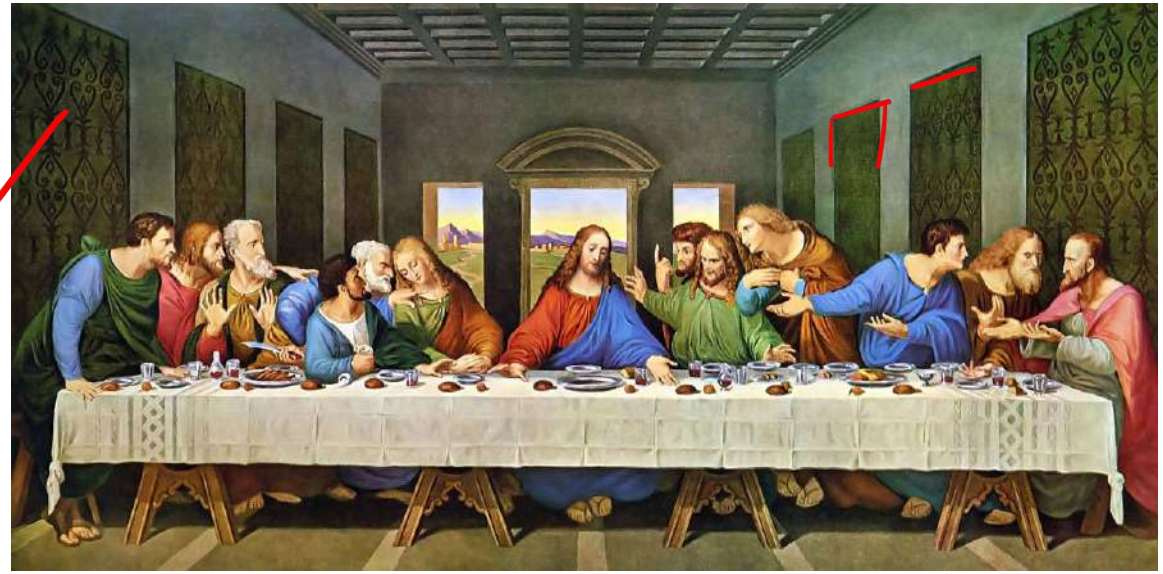

নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি

- নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন।
- ম্যাকিয়াভেলি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক।
- তাকে রেনেসাঁর বরপুত্র বলা হয়।
- উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ – The Prince
- মাকিয়াভেলি রচিত অন্য একটি গ্রন্থ হলো ডিসকোর্সেস অন লিভাই

দ্যা ভিঞ্চি

- লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জন্ম ফ্লোরেন্সের অদূরবর্তী ভিঞ্চি নগরের এক গ্রামে।
- তাকে রেনেসাঁর অগ্রদূত, The Renaissance man বলা হয়।

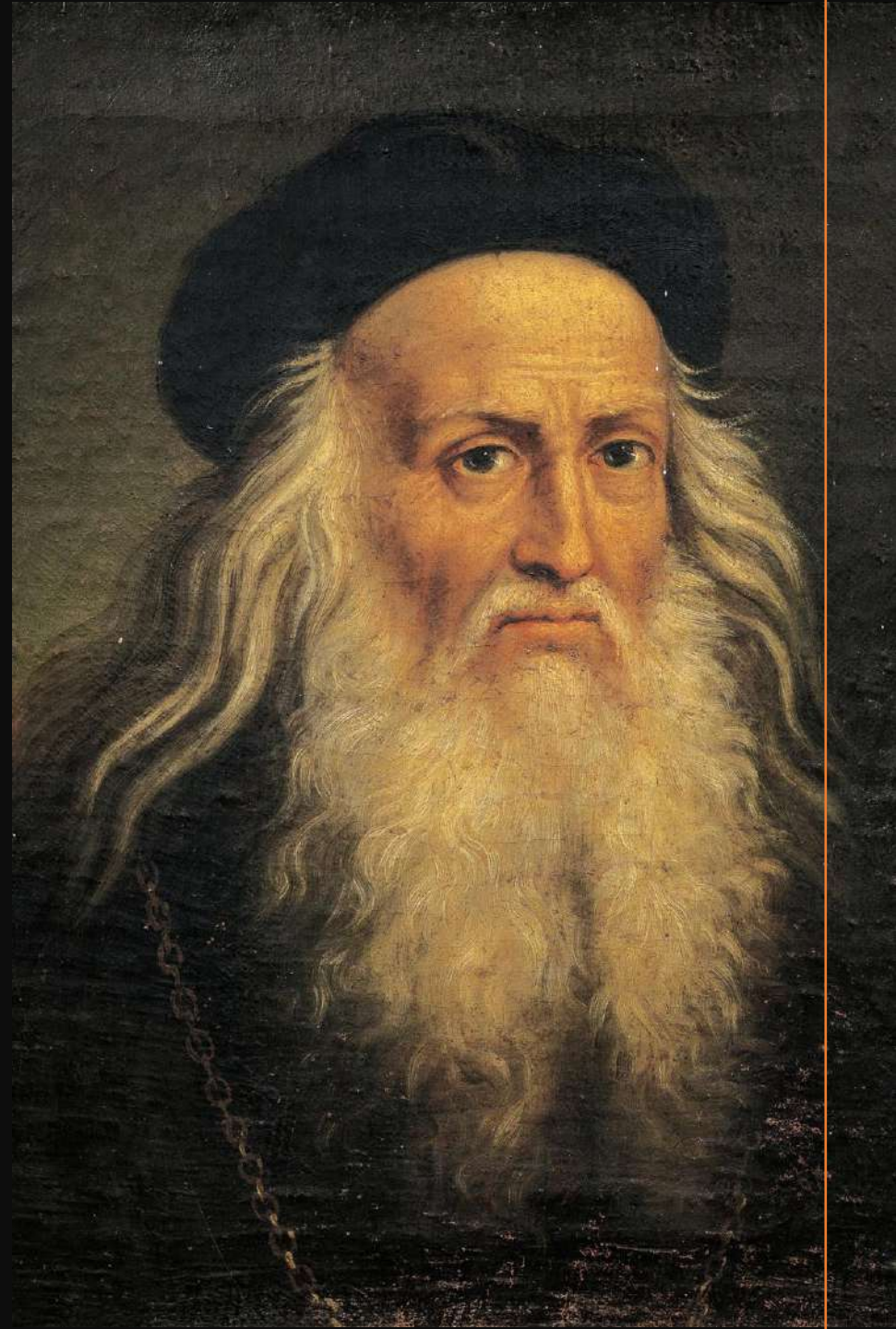

দ্যা ভিঞ্চির কিছু বিখ্যাত চিত্রকর্ম

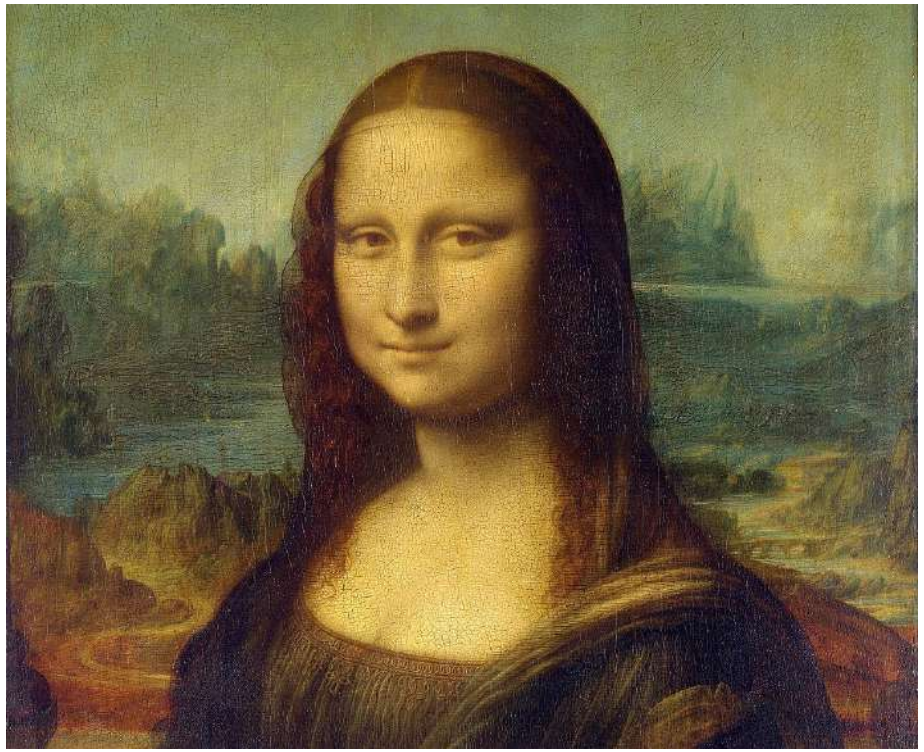

মোনালিসা

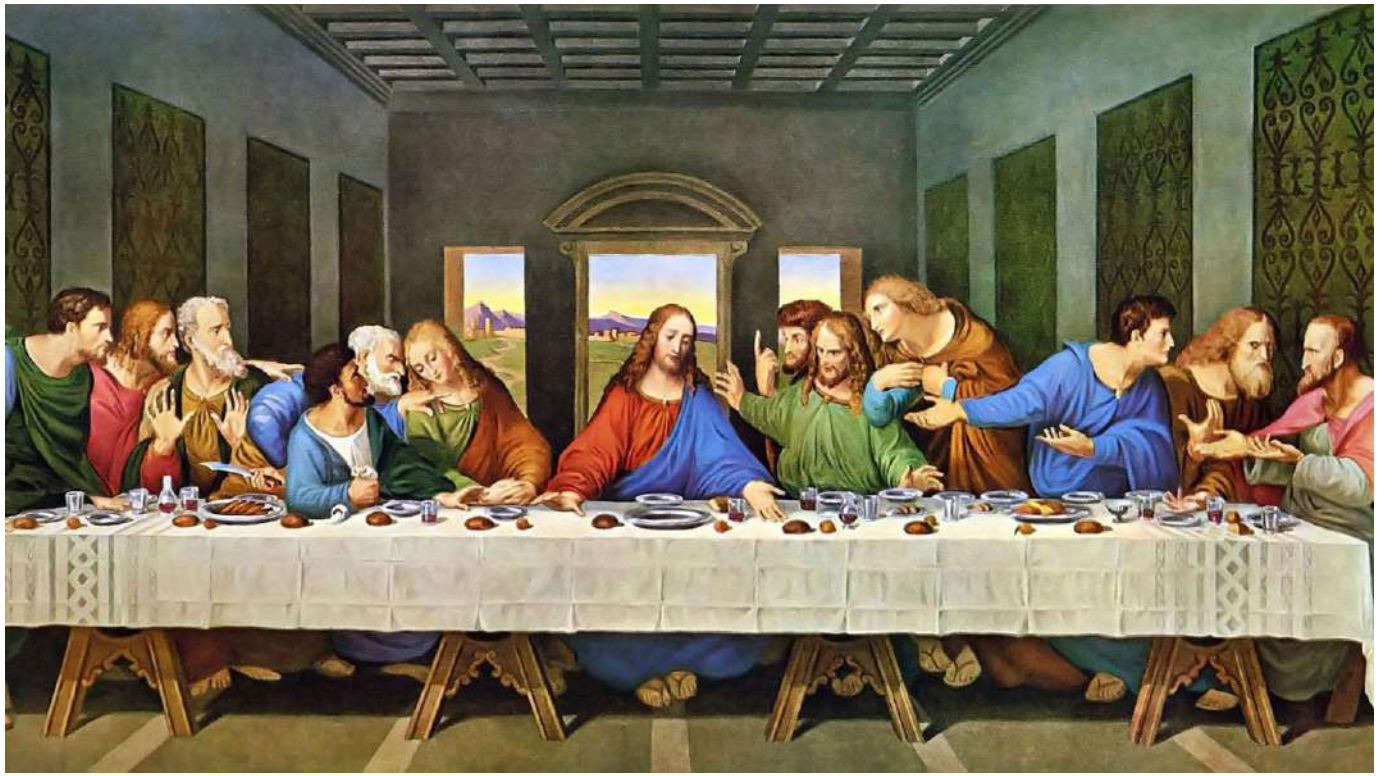

দ্যা লাস্ট সাপার

ল্যাডি উইথ অ্যান আরমেইন

ভার্জিন অব দ্যা রকস

মাইকেল এঞ্জেলো

- তিনি ছিলেন রেনেসাঁ যুগের একজন ইতালীয় ভাস্কর, চিত্রকর, স্থপতি এবং কবি। তার বৈচিত্র্যময় তার ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতির কারণে মাইকেল এঞ্জেলোকে রেনেসাঁ মানব বলে বর্ণনা করা হয়। ম্যাডোনা অফ দ্য স্টেপস তার প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি।
- মাইকেল অ্যাঞ্জেলার উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যগুলো হলো নাইট, মোজেস, পিয়েতা, প্লেইভ ইত্যাদি।
- তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম - Crucifix , Sistine Chapel Ceiling , The Last Judgment

সময়কাল- সপ্তদশ শতাব্দী

রিফরমেশন / সংস্কার আন্দোলন

- পোপ নিয়ন্ত্রিত মধ্যযুগীয় চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য রিফরমেশন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রচলিত ধর্মীয় রীতিকে বাইবেলের মূলনীতি অনুযায়ী সংস্কার করার জন্য এই আন্দোলনকে রিফরমেশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বলা হয়।
- **আন্দোলনের সূচনা করেন – মার্টিন লুথার (জার্মান)**

রিফরমেশন / সংস্কার আন্দোলন

- খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ২ ভাগে বিভক্ত ছিলো।
- ক্যাথলিক – পোপের অনুসারী
- প্রটেস্টান্ট – পোপের বিরুদ্ধে

রিফরমেশন / সংস্কার আন্দোলন

- সমগ্র খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু হওয়ায় ধর্মযাজকরা ধীরে ধীরে রাজার অভিষেক থেকে শুরু করে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। অনেকসময় যাজক, রাজ-নির্মাতা (Kingmaker)-র ভূমিকা নিতেন।
- পোপ ও উচ্চপদস্থ যাজকদের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে রাজা এবং অভিজাত সামন্তরা ক্ষুধ হয়।

রিফরমেশন / সংস্কার আন্দোলন

- প্রটেস্টান্টদের মতে, সৎকর্ম ও আরাধনার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পোপ মানুষকে মুক্তি দিতে পারেন না।
- এই আন্দোলন ইউরোপে ৩০ বছরব্যাপী এক গৃহযুদ্ধের সূচনা করে।

রিফরমেশন / সংস্কার আন্দোলন

- আন্দোলনের সমাপ্তি হয় ৩০ বছরের যুদ্ধ শেষে ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তির মাধ্যমে।

ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি - ১৬৪৮

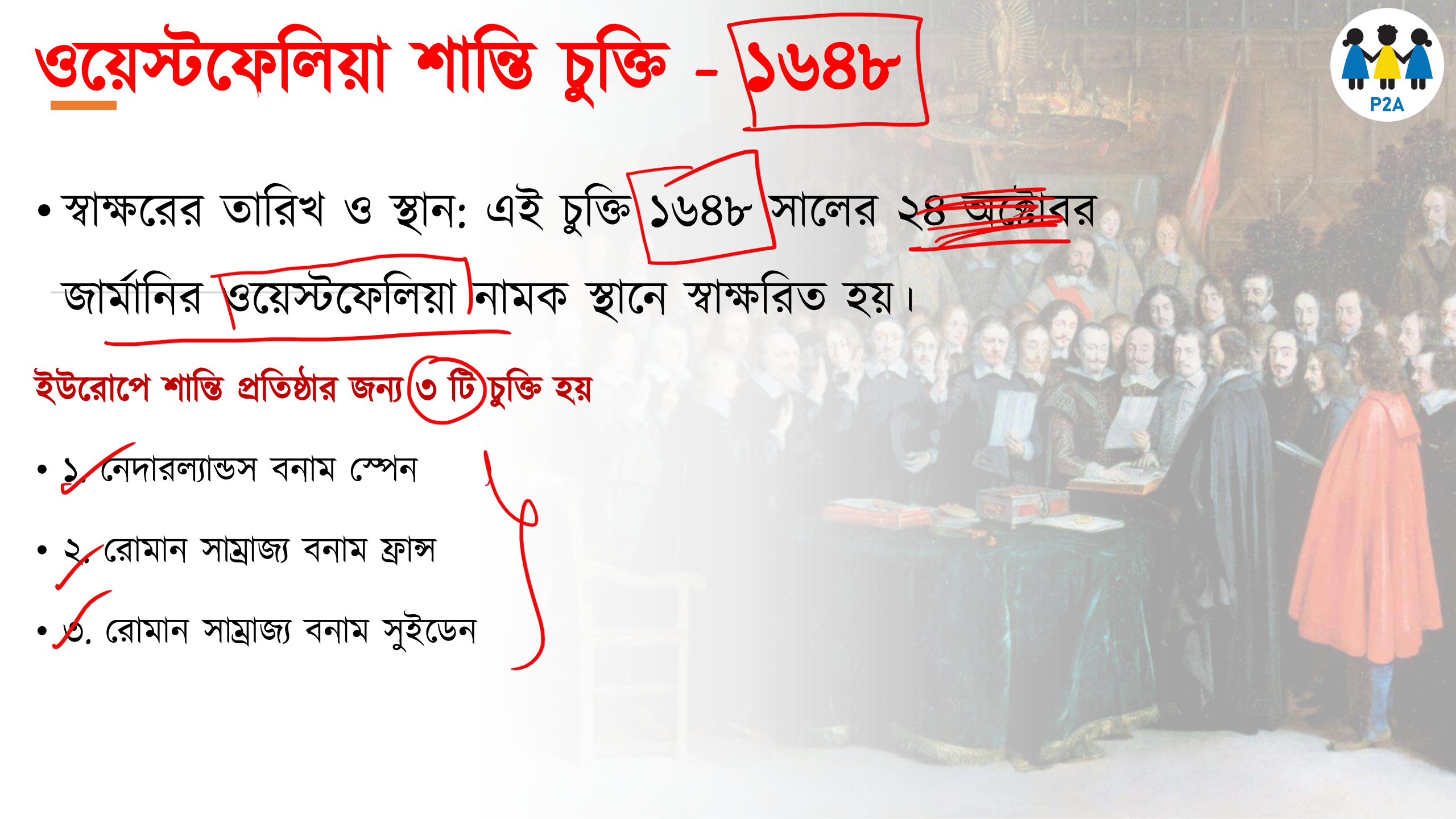

- স্বাক্ষরের তারিখ ও স্থান: এই চুক্তি ১৬৪৮ সালের ২৪ অক্টোবর জার্মানির ওয়েস্টফেলিয়া নামক স্থানে স্বাক্ষরিত হয়।

ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ টি চুক্তি হয়

- ১. নেদারল্যান্ডস বনাম স্পেন
- ২. রোমান সাম্রাজ্য বনাম ফ্রান্স
- ৩. রোমান সাম্রাজ্য বনাম সুইডেন

ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তির ফলাফল

- ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পরিসমাপ্তি।
- রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে।
- আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধারণার সূচনা হয়।
- রাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা পায়।

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- রেনেসাঁর শুরু হয় ইতালির ফ্লোরেন্সে।
- সময়কাল: চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী (১৩০০ – ১৬০০)।
- রেনেসাঁর বরপুত্র - নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি।
- আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক - নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি।
- নিকোলা ম্যাকিয়াভেলির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ – The Prince
- রেনেসাঁর অগ্রদূত, The Renaissance man বলা হয় দ্যা ভিঞ্চিকে।
- রিফরমেশন খ্রিস্টান ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। আন্দোলনের সূচনা করেন – মার্টিন লুথার (জার্মান)।
- আন্দোলনের সমাপ্তি হয় ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তির (১৬৪৮) মাধ্যমে।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক কে?

থুসিডাইসিস

গৌরবময় বিপ্লব
(Glorious revolution)

- Glorious Revolution, or Bloodless Revolution or Revolution of 1688
- এটি ছিল ইংল্যান্ডে গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলন।
- সময়কাল: ১৬৮৮-১৬৮৯

গৌরবময় বিপ্লবের প্রেক্ষাপট

- প্রটেস্টান্ট সংখ্যা গরিষ্ঠ ইংল্যান্ডে রাজা ২য় জেমস ছিলেন ক্যাথলিক। তিনি ক্যাথলিকতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন।
- প্রটেস্টান্টরা অভ্যুত্থান করে রাজাকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

গৌরবময় বিপ্লবের প্রেক্ষাপট

- জেমসের কন্যা ছিল প্রটেস্টান্ট এবং তার বিয়ে হয় ডাচ রাজা উইলিয়াম অব অরেঞ্জের সাথে।
- উইলিয়াম অব অরেঞ্জ তৎকালীন ইংলিশ নেতাদের সাহায্য নিয়ে ২য় জেমসকে পরাজিত করেন।

গৌরবময় বিপ্লবের ফলাফল

- রাজা ও রানীর একক ক্ষমতা কমে আসে।
- ব্রিটেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
- Bill of Rights স্বাক্ষরিত হয় – ১৬৮৯

Bill of Rights এর গুরুত্বপূর্ণ দিক

- বিল অফ রাইটস ইংল্যান্ডে একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র তৈরি করেছিল যার অর্থ রাজা বা রানী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কাজ করে তবে তার ক্ষমতা আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ থাকে।
- পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নির্বাচন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবে। পার্লামেন্টের সদস্যদের মিলিত হওয়ার এবং তাদের বক্তৃতা দেবার স্বাধীনতা থাকবে।

•এই Bill of Rights নামের আরেকটা দলিল আছে যুক্তরাষ্ট্রের। যা স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৭৮৯ সালে।

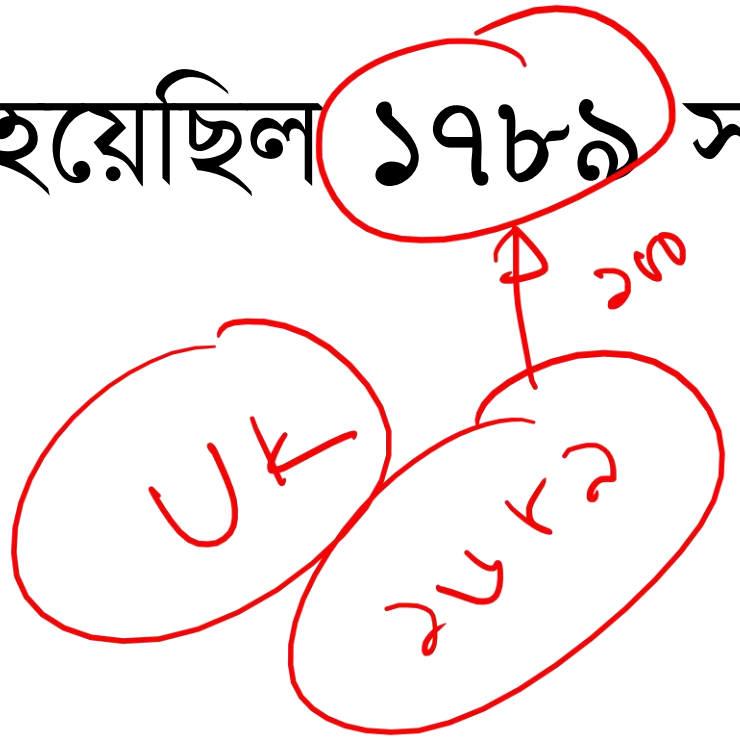

সময়কাল- অষ্টাদশ শতাব্দী

US Bill of Rights-১৭৮৯

- মার্কিন সংবিধানের প্রথম ১০ টি সংশোধনীকে US Bill of Rights বলে অভিহিত করা হয়।

US Bill of Rights-১৭৮৯

- ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার সম্মেলনে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর, মার্কিন নাগরিকদের অধিকারের কথা বিস্তৃতভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। ফলে, বিভিন্ন রাজ্যে এ নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, সরকার নাগরিকের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের সুযোগ পাবে।

US Bill of Rights-১৭৮৯

- এমন পরিস্থিতিতে, মার্কিন কংগ্রেসের প্রথম সভায় মোট ২২ টি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। যার মধ্যে প্রথম ১০ টি সংশোধনী নাগরিক অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অধিকারের বিল' নামে অভিহিত।

কী কী সংশোধনী আনা হয়?

- ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্র, অথবা শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা এবং যেকোন অভিযোগের সমাধানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন পেশ করার অধিকার।
- জনগণকে অস্ত্র রাখার ও বহন করার অধিকার দেওয়া।

শিল্প বিপ্লব

- দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার গুনগত মানের পরিবর্তনকে বলা হয় ‘শিল্প বিপ্লব’।

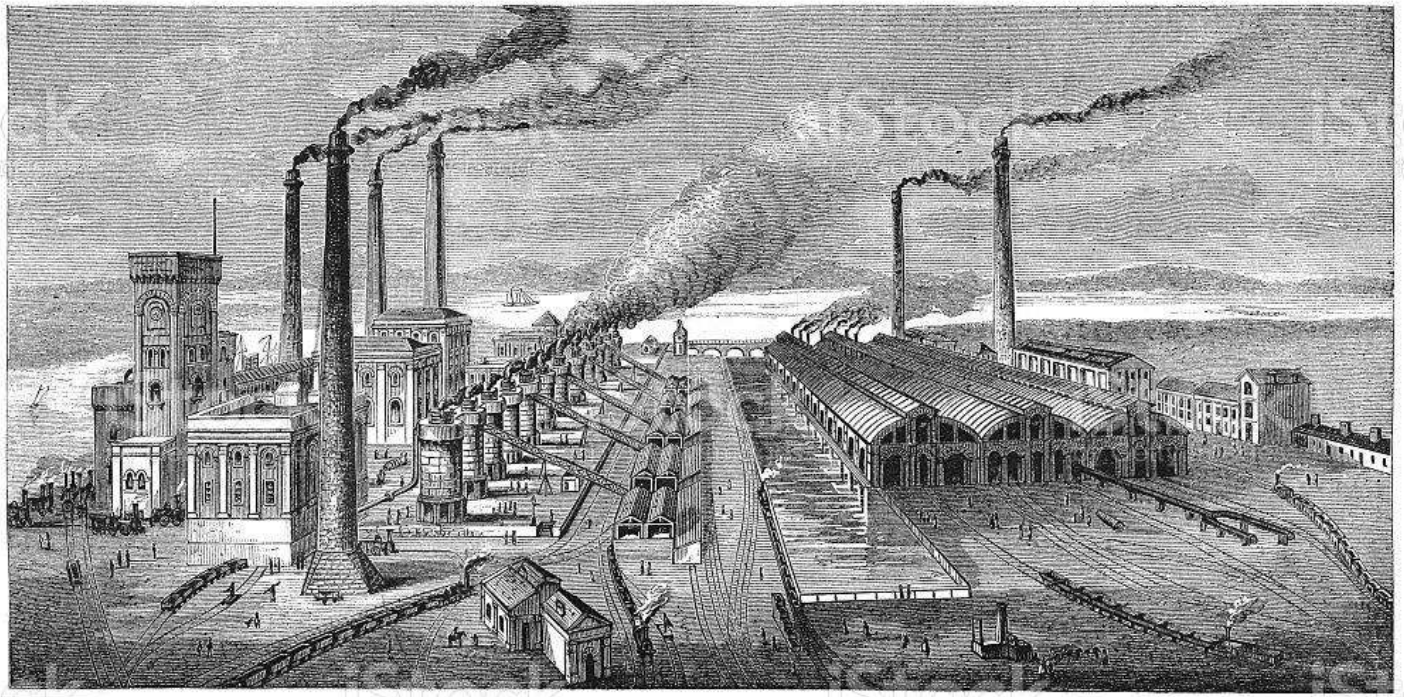

শিল্প বিপ্লব

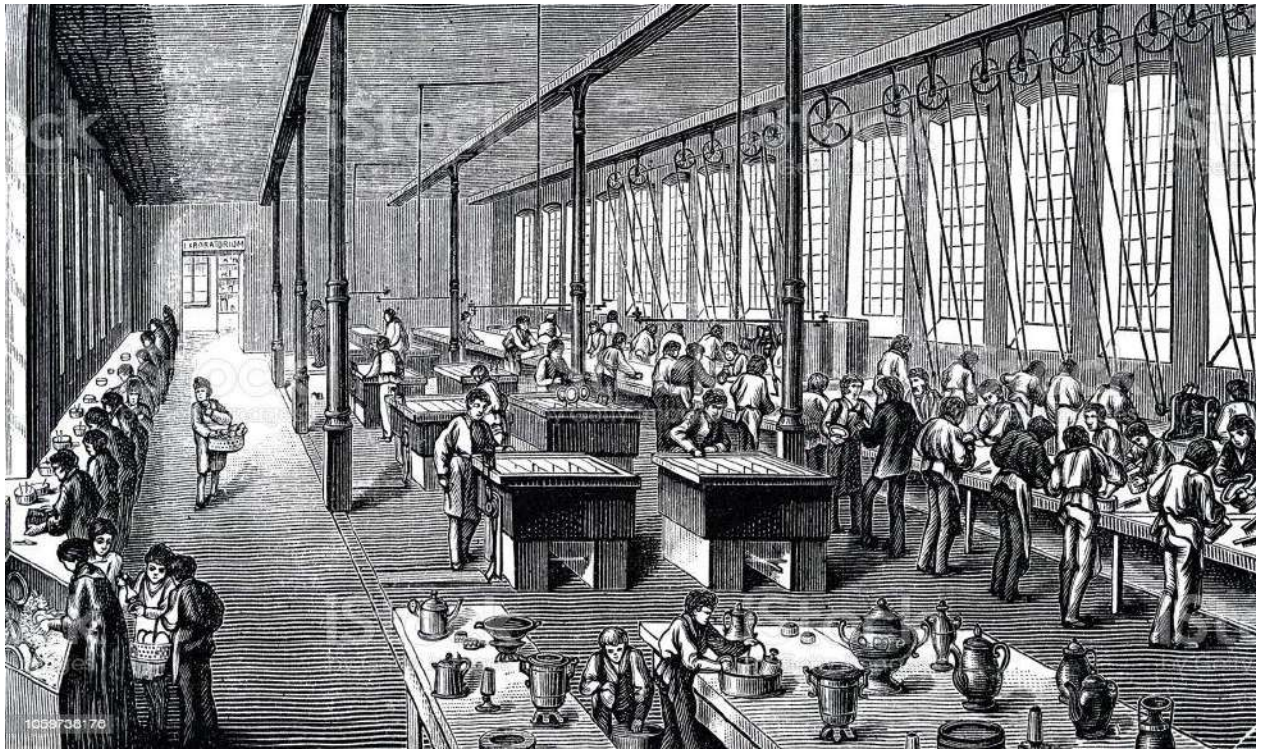

সুত্রপাত – ইংল্যান্ড, অষ্টাদশ শতাব্দী

অগাস্তে ব্লাংকি – প্রথম ‘শিল্প বিপ্লব’ শব্দটি ব্যবহার করেন।

উদ্ভব হয়- পুঁজিবাদের

- প্রথম শিল্প বিপ্লব সংঘটন কাল - ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত।
- ১৮৩৭ সালে শিল্প বিপ্লবের ধারণা দিয়েছিলেন ফরাসি লেখক জেরোমি এডলফ ব্লাংকি এবং লুই অগাস্তে ব্লাংকি।
- ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝানোর জন্য 'শিল্প বিপ্লব' শব্দটি ব্যবহার করেন। এর পর থেকে এটি জনপ্রিয় হতে থাকে।
- ইংল্যান্ডে শুরু হলেও খুব দ্রুতই ইউরোপের অন্যান্য দেশ বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া সহ অন্যান্য দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের পাশাপাশি ১৭৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়া লাগে।
- শিল্প বিপ্লবের ফলে পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুব দ্রুত পরিবর্তত হতে থাকে। এই সময় বিভিন্ন ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি ও তত্ত্ব আবিষ্কার হতে থাকে। ফলে বিশ্বের ইতিহাসও খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে।

চারটি পর্যায়ের শিল্প বিপ্লব

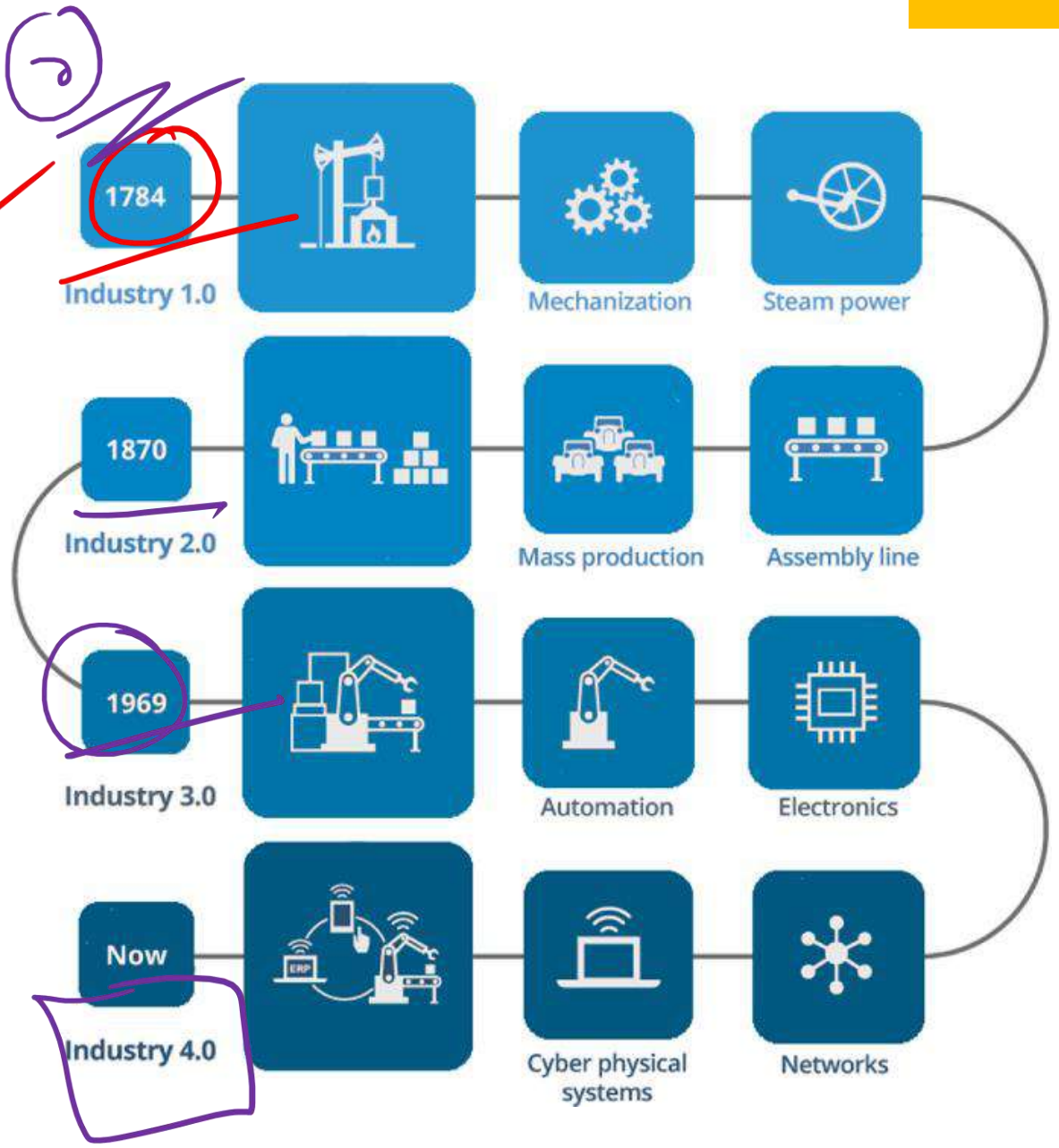

চতুর্থ শিল্প

- চতুর্থ শিল্প (Industry 4.0) বিপ্লব হচ্ছে, আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলমান উৎপাদন ও শিল্পব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় সংস্করণ।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটির উৎপত্তি ২০১১ সালে, জার্মান সরকারের একটি হাই টেক প্রকল্প থেকে।

চতুর্থ শিল্প

- ডিজিটাল বিপ্লবকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে প্রথম সংজ্ঞায়িত করেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের চেয়ারম্যান ক্লাউস সোয়াব তার লেখা 'দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন' গ্রন্থে। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত এ গ্রন্থে তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
- পরবর্তী সময়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এ ধারণার ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেয়।

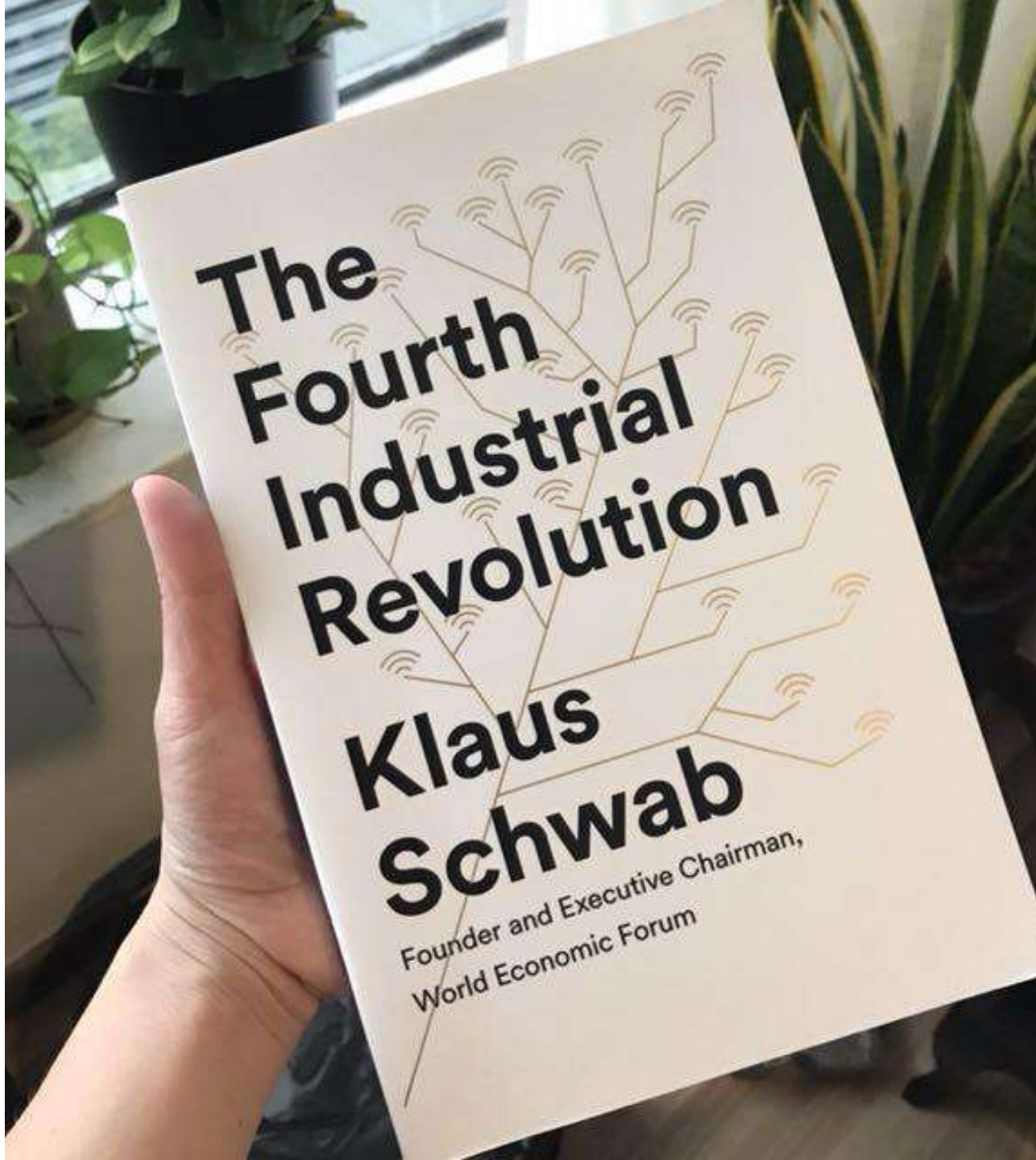

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- Glorious Revolution, or Bloodless Revolution or Revolution of 1688 ছিল ইংল্যান্ডে গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলন।
- এই আন্দোলনের ফলেই ব্রিটেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং Bill of Rights-1689 স্বাক্ষরিত হয়।
- মার্কিন সংবিধানের প্রথম ১০ টি সংশোধনীকে US Bill of Rights-1789 বলে অভিহিত করা হয়।
- শিল্প বিপ্লবের সুত্রপাত হয় ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অর্নল্ড টয়েনবি সর্বপ্রথম 'শিল্প বিপ্লব' শব্দটি ব্যবহার করেন।
- ডিজিটাল বিপ্লবকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে প্রথম সংজ্ঞায়িত করেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের চেয়ারম্যান ক্লাউস সোয়াব তার লেখা 'দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন' গ্রন্থে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

সময়কাল:

১৭৭৬ – ১৭৮৩

- ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ টি অঙ্গরাজ্যে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল।

বোস্টন চা পার্টি

- অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অধিকাংশ দেশ তখন ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল।
- উপনিবেশগুলোতে প্রায়ই বিদ্রোহ, যুদ্ধ লেগে থাকতো।
- যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য ঋণ করতে হত।

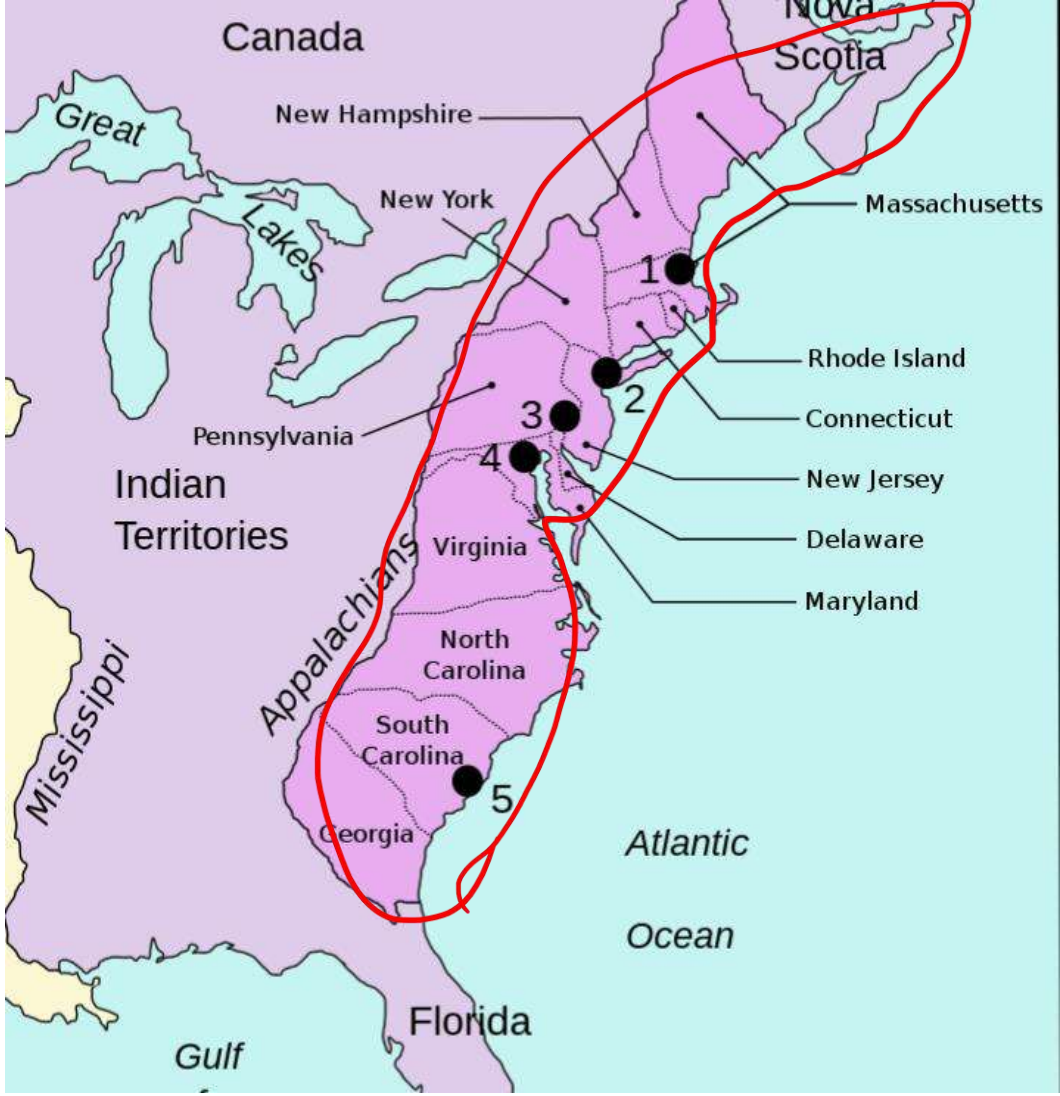

বোস্টন চা পার্টি

- এই ঋণ পরিশোধ করতে ব্রিটিশরা বিভিন্ন উপনিবেশগুলোতে কর উচ্চ কর আরোপ করত।
- তখন আমেরিকাতে বার্ষিক প্রায় ১২ লক্ষাধিক মানুষ চা পান করতো। এই চা আসত ব্রিটেন থেকে।
- বন্দরের জাহাজ থেকে চা নামানোর আগে আমেরিকার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কর প্রদান করতে হত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে।

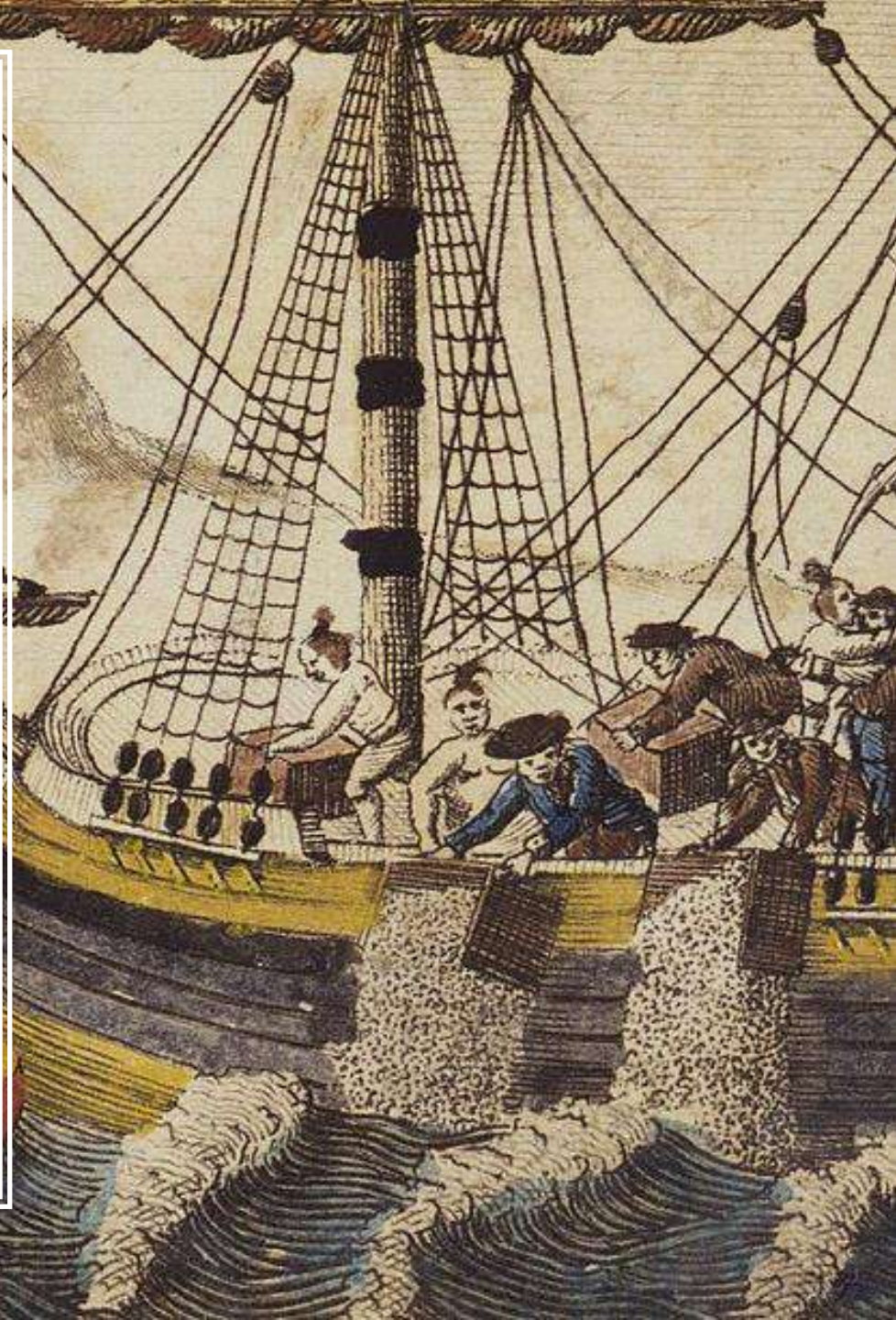

বোস্টন চা পার্টি

- চা আমদানীতে উচ্চ করের প্রতিবাদ স্বরুপ ১৭৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাতে প্রায় ৪৬ টন চা পানিতে ফেলে দেয়া হয়।
- এই ঘটনাই বোস্টন টি পার্টি পরিচিত।
- এই সাহসী পদক্ষেপের ফলে পরবর্তীতে শুরু হয় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম।

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা

- ১৭৭৬ সালের ২ জুলাই টমাস জেফারসন আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
- ৪ জুলাই তা কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

রেনেসাঁর অগ্রদূত-

দ্যা ভিঞ্চি

১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? (৩৬তম)

২

৩

৪

১

- ১৭৭৬-যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন যুদ্ধ শুরু হয়।
- ১৭৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর স্বাধীনতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

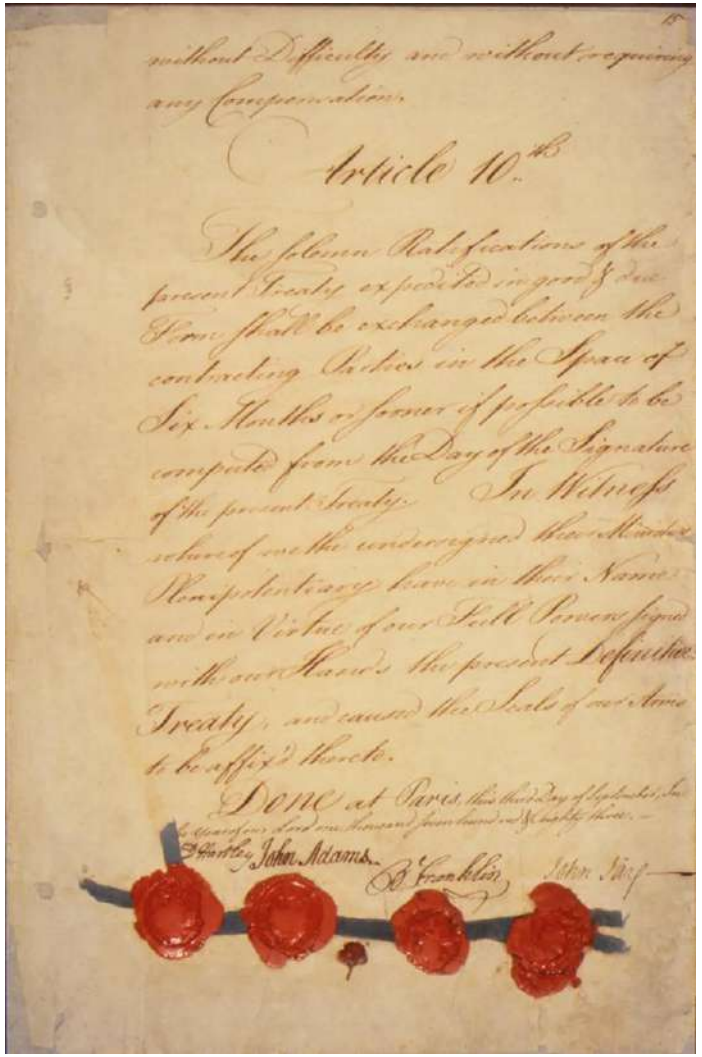

without Difficulty and without requiring any Compensation.

Article 10th.

The solemn Ratifications of the present Treaty expedited in good & due Form shall be exchanged between the contracting Parties in the Space of Six Months or sooner if possible to be computed from the Day of the Signature of the present Treaty. In Witness whereof we the undersigned their Ministers Plenipotentiary have in their Name and in Virtue of our Full Powers signed with our Hands the present Definitive Treaty, and caused the Seals of our Arms to be affixed thereto.

Done at Paris, this third Day of September, In the Year of our Lord one thousand seven hundred & eighty three.

D Hartley John Adams. B Franklin John Jay

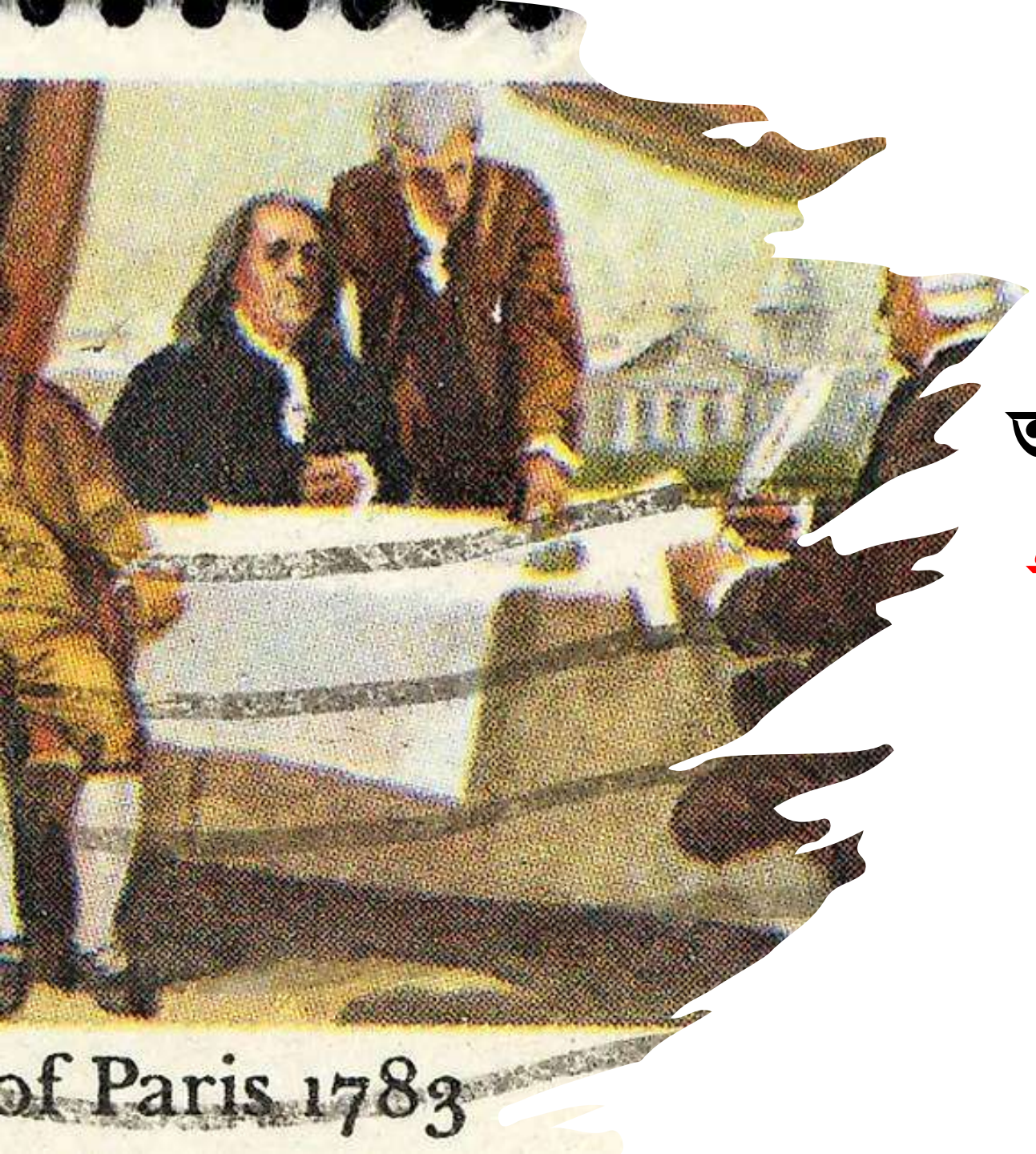

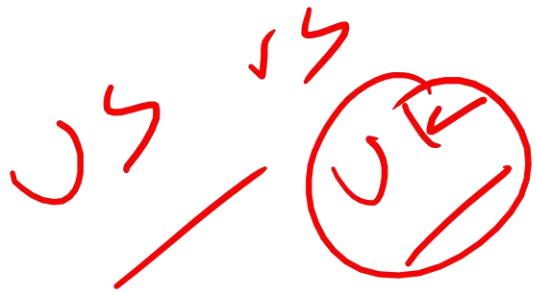

আমেরিকার স্বাধীনতা চুক্তির নাম

পিস অব প্যারিস (প্রথম ভার্সাই চুক্তি)

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করে ৩টি দেশ-

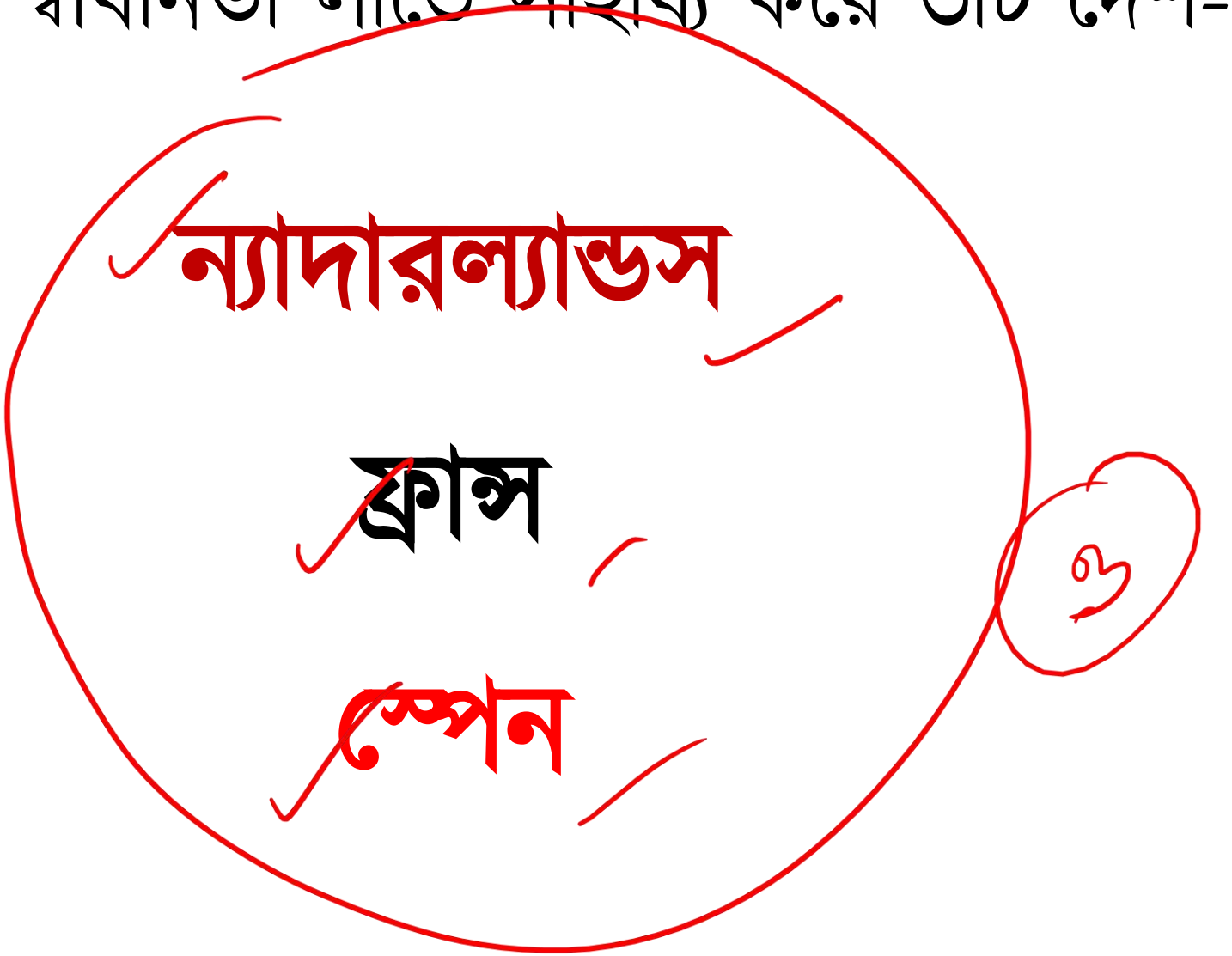

তাই ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ন্যাদারল্যান্ডস, ফ্রান্স এবং স্পেনের সাথেও চুক্তি করে।

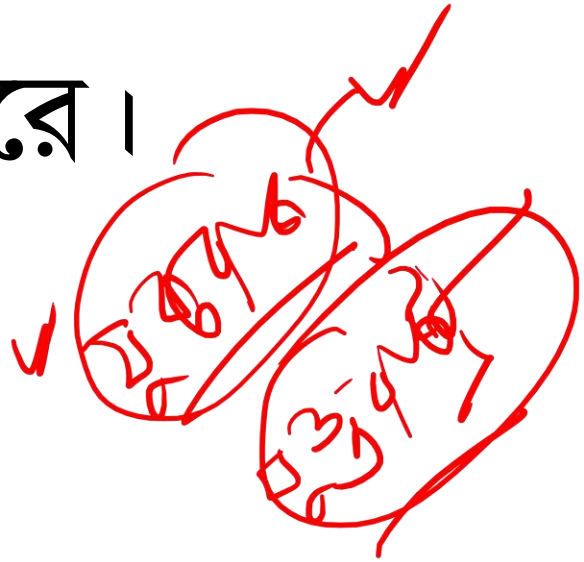

১ম চুক্তি - ২ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩

চুক্তির পক্ষ: ব্রিটেন - ন্যাদারল্যান্ডস

স্থান – প্যারিস, ফ্রান্স

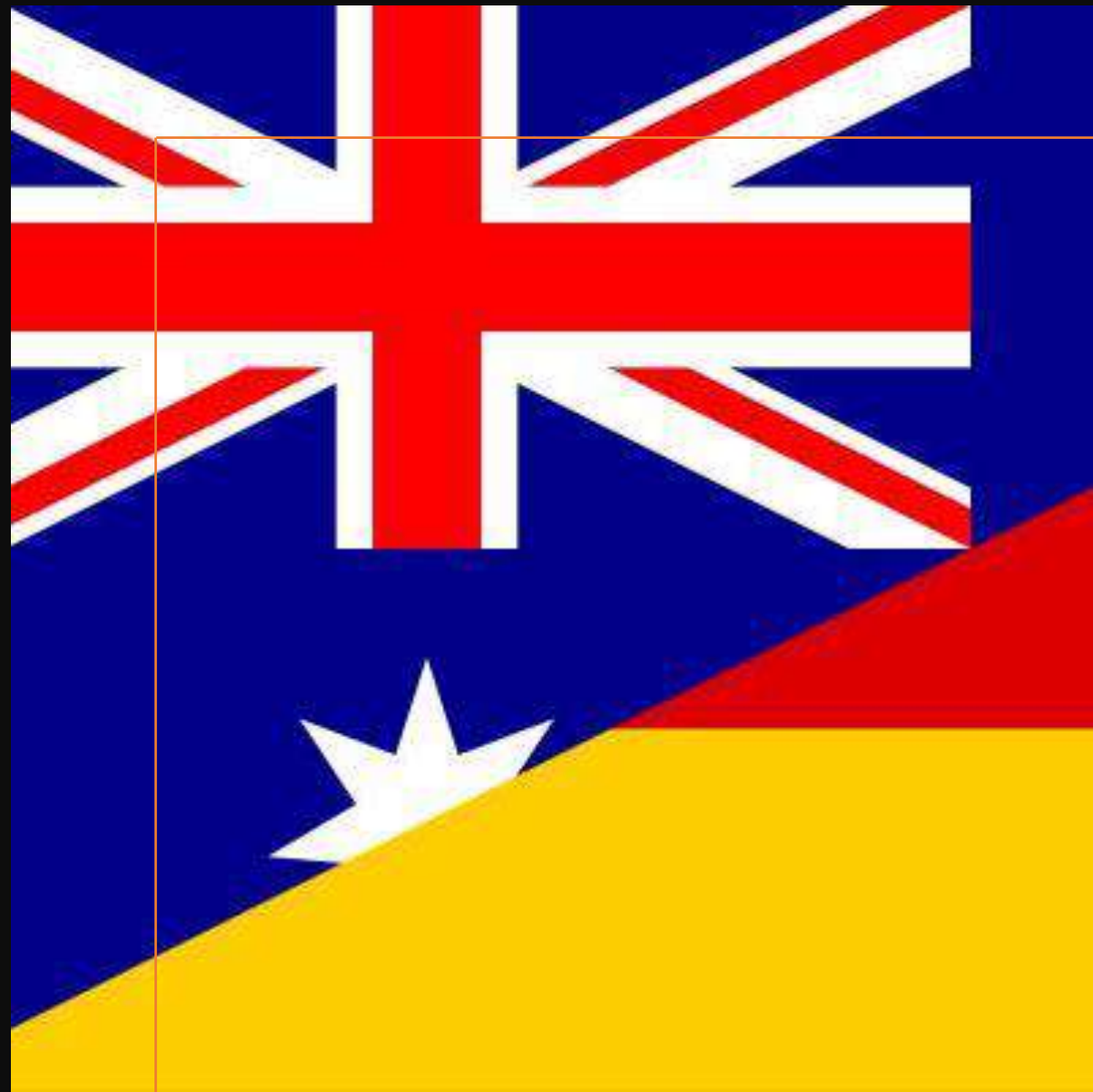

৩ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩

মোট ৩ টি চুক্তি হয়- ব্রিটেনের সাথে আমেরিকা, ফ্রান্স এবং স্পেনের।

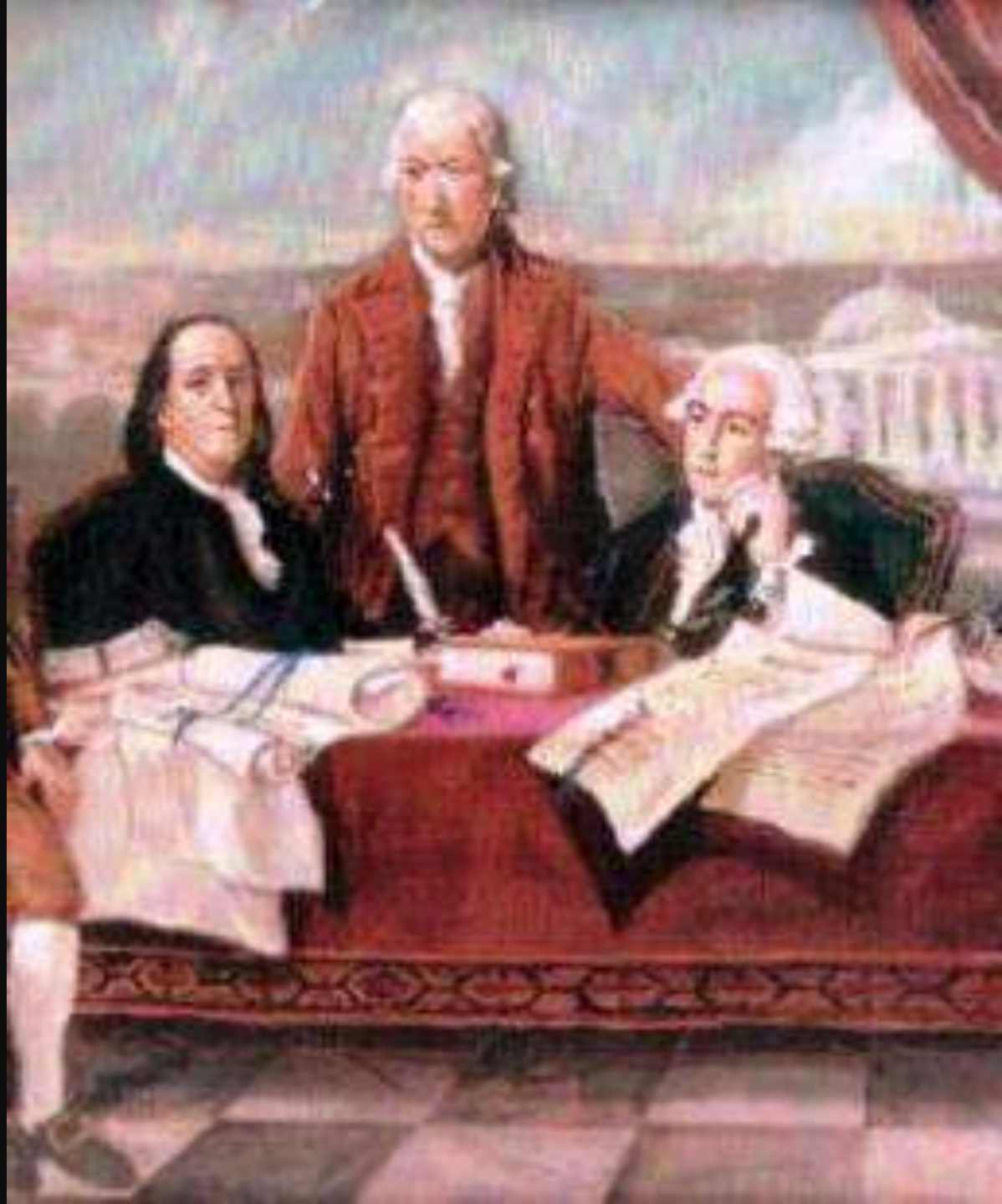

- ব্রিটেন-আমেরিকার চুক্তিটি হয় ফ্রান্সের প্যারিসে।
- বাকি দুইটি চুক্তি (ব্রিটেন – স্পেন, ব্রিটেন – ফ্রান্স) হয় প্যারিসের উপনগর ভার্সাইতে।

পিস অব প্যারিসে (প্রথম ভার্সাই চুক্তি) মোট চুক্তি ৪ টি।

- ব্রিটেন - ন্যাদারল্যান্ডস
- ব্রিটেন – আমেরিকা
- ব্রিটেন - ফ্রান্স
- ব্রিটেন - স্পেন

প্যারিসের ভার্সাই উপনগরে হয় ২টি চুক্তি।

- ব্রিটেন - ফ্রান্স
- ব্রিটেন - স্পেন

প্যারিস চুক্তি বা Peace Of Paris এ মোট কয়টি চুক্তি?

৪ টি

৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৩ প্যারিসে কয়টি চুক্তি হয়?

১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে কয়টি চুক্তি হয়?

স্ট্যাচু অব লিবার্টি

অবস্থান: নিউইয়র্কের লিবার্টি দ্বীপ

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের শতবর্ষে ১৮৮৬ সালে ফ্রান্স উপহার হিসেবে পাঠায়।

নকশাকারী: ফেড্রিক বারথোল্ডি এবং গাস্টেভ আইফেল

নকশা: রোমান স্বাধীনতার দেবীর ডান হাতে স্বাধীনতার লাইট এবং বাম হাতে রোমান সংখ্যায় ৪ জুলাই, ১৭৭৬ লেখা, যাকে বলা হয় Tabula Ansata.

ফরাসি বিপ্লব

- এই বিপ্লবের আগে সমগ্র ফ্রান্সের ৯৫ ভাগ সম্পত্তির মালিক ছিল মাত্র ৫ ভাগ মানুষ, অথচ সেই ৫ ভাগ মানুষ কোনো আয়কর দিতো না। অথচ যারা আয়কর দিতো তারা তেমন কোনো সুযোগ ভোগ করতে পারত না।
- এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করত তাদের বাস্তিল দুর্গে বন্দি করে নির্যাতন করা হতো। পূর্ববর্তী রাজাদের যুদ্ধনীতি ও বিলাসিতার কারণে ষোড়শ লুই-এর আমলে মারাত্মক আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়।

ফরাসি বিপ্লব

- ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে ফরাসি রাজা ষোড়শ লুই যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে। ফলে, ফরাসি কোষাগার শূন্য হয়ে পড়ে। তাই রাজা ধনীদের কাছ থেকে ঋণ নেয় এবং উচ্চ কর আরোপ করে। ধনীরা এর বিনিময়ে রাজ্যের অংশ দাবি করে।
- রাজা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ধনীরা গরিবদের নিয়ে ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অবস্থিত বাস্তিল দুর্গের (তৎকালীন কারাগার, বর্তমানে জাদুঘর) পতন ঘটায় এবং বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে।

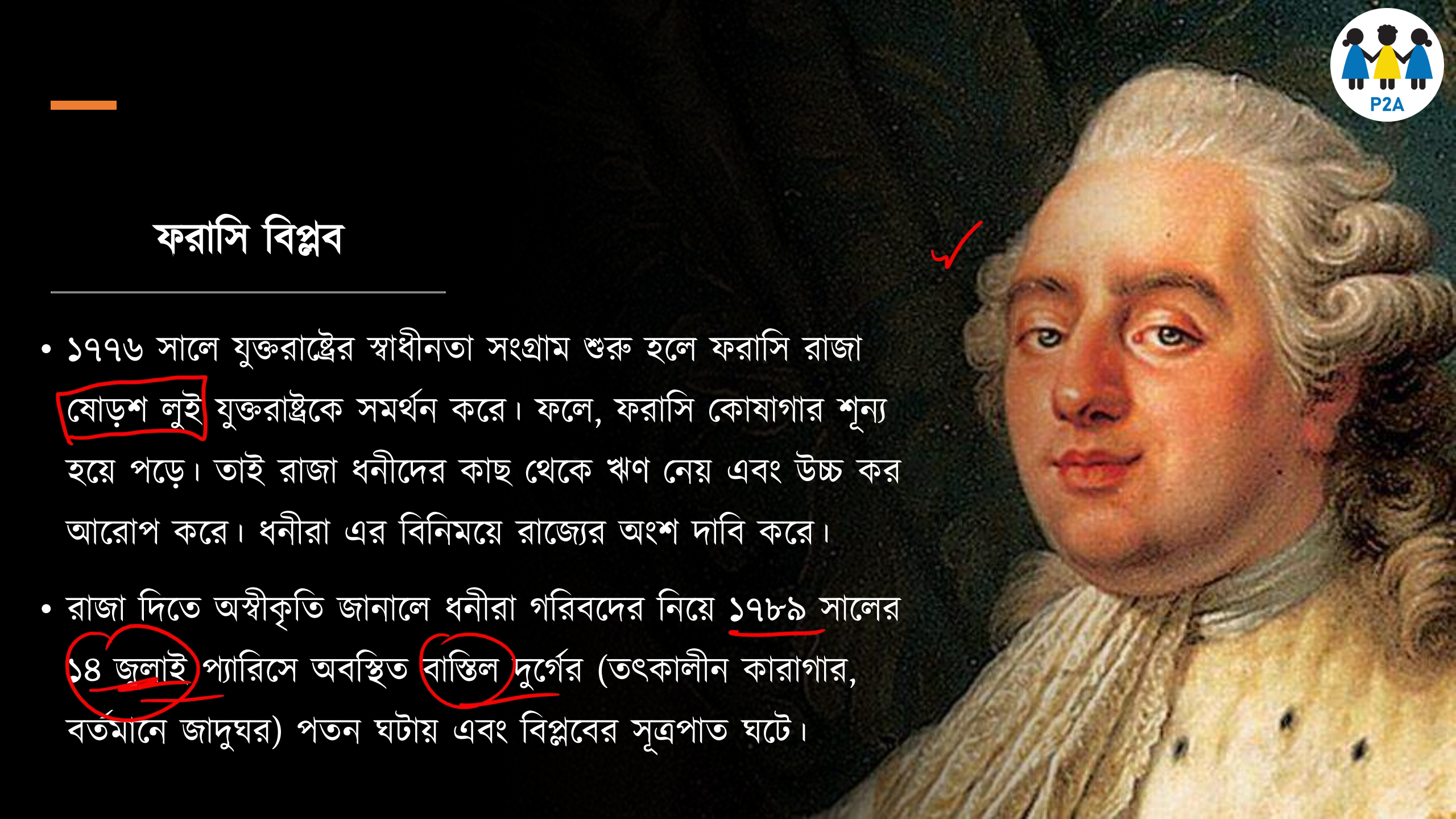

ফরাসি বিপ্লব

- জনপ্রতিনিধিরা রক্তক্ষয় এড়াতে বাস্তিল দুর্গের প্রধান দ্য লোনের কাছে আলোচনার প্রস্তাব দেন। লক্ষ্য ছিল বাস্তিলে অবস্থিত রাজবন্দিদের মুক্ত করা এবং বাস্তিলে রক্ষিত অস্ত্রসমূহ জনগণের হাতে তুলে দেওয়া এবং কামানগুলো অন্য দিকে সরিয়ে নেওয়া কিন্তু দা লোন প্রস্তাবগুলো ফিরিয়ে দেয়।
- জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে বাস্তিল দুর্গে, বাস্তিলের রক্ষীরাও কামান দাগাতে শুরু করে, প্রায় দুইশো বিপ্লবী মানুষ হতাহত হয়।

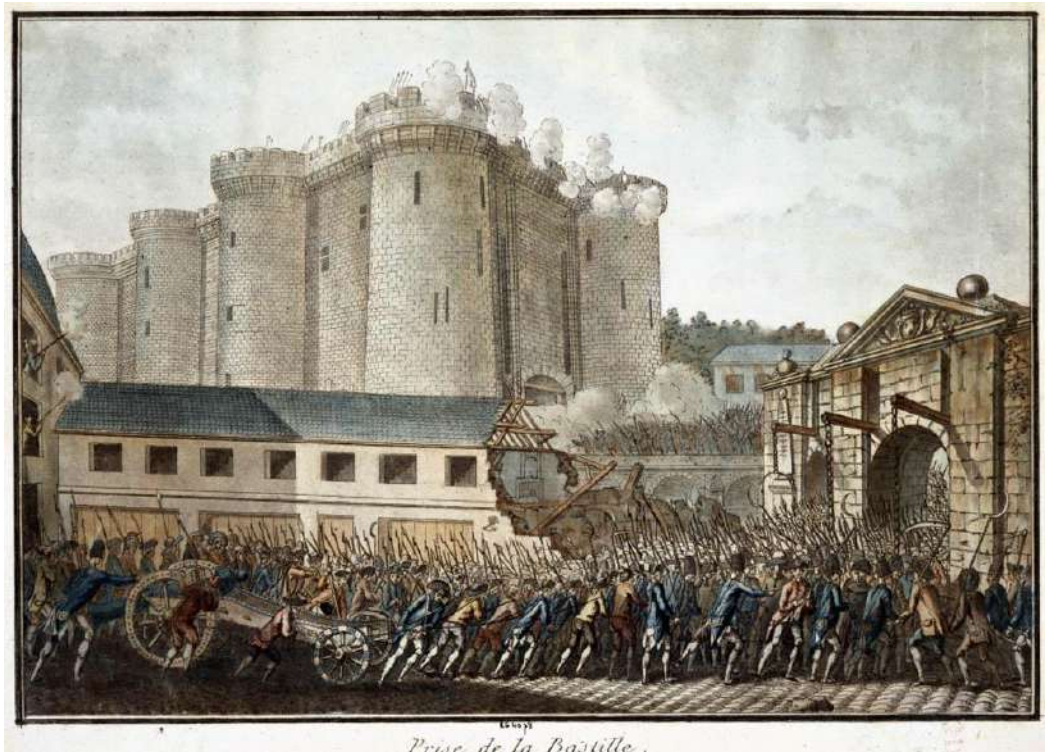

ফরাসি বিপ্লব

- ধনীদের বিপ্লব হওয়ায় এই বিপ্লবের অপর নাম বুর্জোয়া বিপ্লব বা Elite Revolution
- ধনীক শ্রেণির নেতৃত্বে ছিলেন রোপসবীয়র।
- এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়।
- ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি গিলোটিনে ষোড়শ লুইকে শিরচ্ছেদ করা হয়।

P2A

ফরাসি বিপ্লব

- ১৭৯৯ সালে নেপোলিওন ৩০ বছর বয়সে ফ্রান্সের ক্ষমতা গ্রহণ করলে বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু – নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

১৭৮৯ - ১৭৯৯

- ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন - জ্যা জ্যাক রুশো, ভলতেয়ার, মন্টেস্কু, নেপোলিয়ন।
- বিপ্লবের স্লোগান – স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব
- স্লোগানের রচয়িতা – জ্যা জ্যাক রুশো

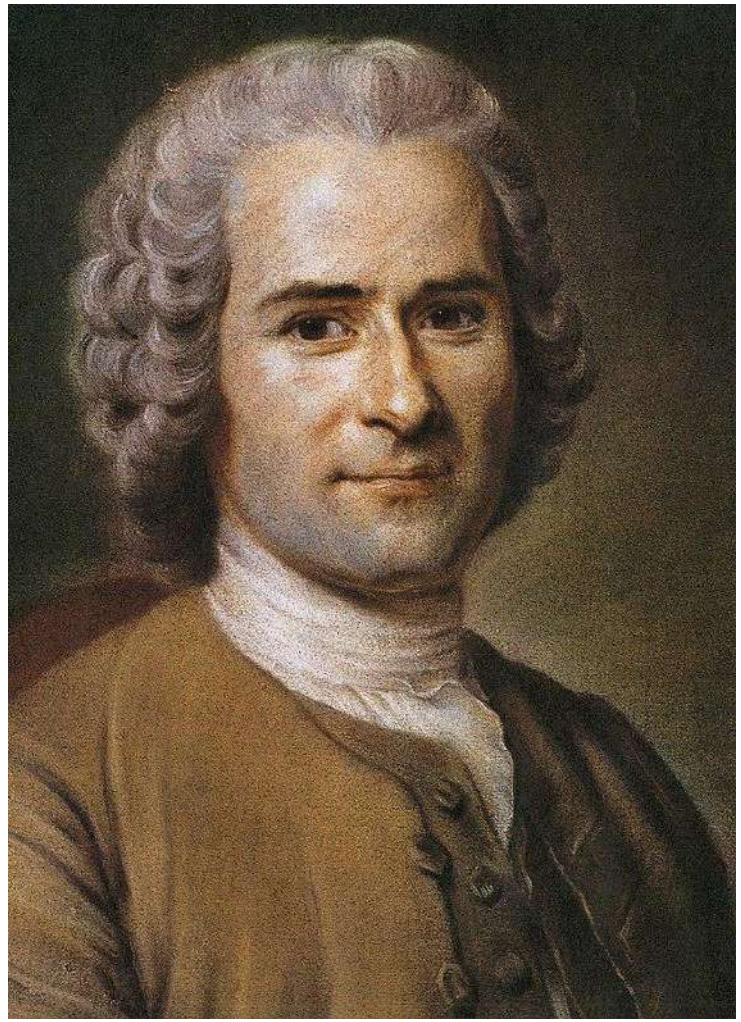

ফরাসি বিপ্লব

- জ্যা জ্যাক রুশো - The Social Contract
- মন্টেস্কু - The Spirit of Laws
- চার্লস ডিকেন্স - A Tale of Two Cities

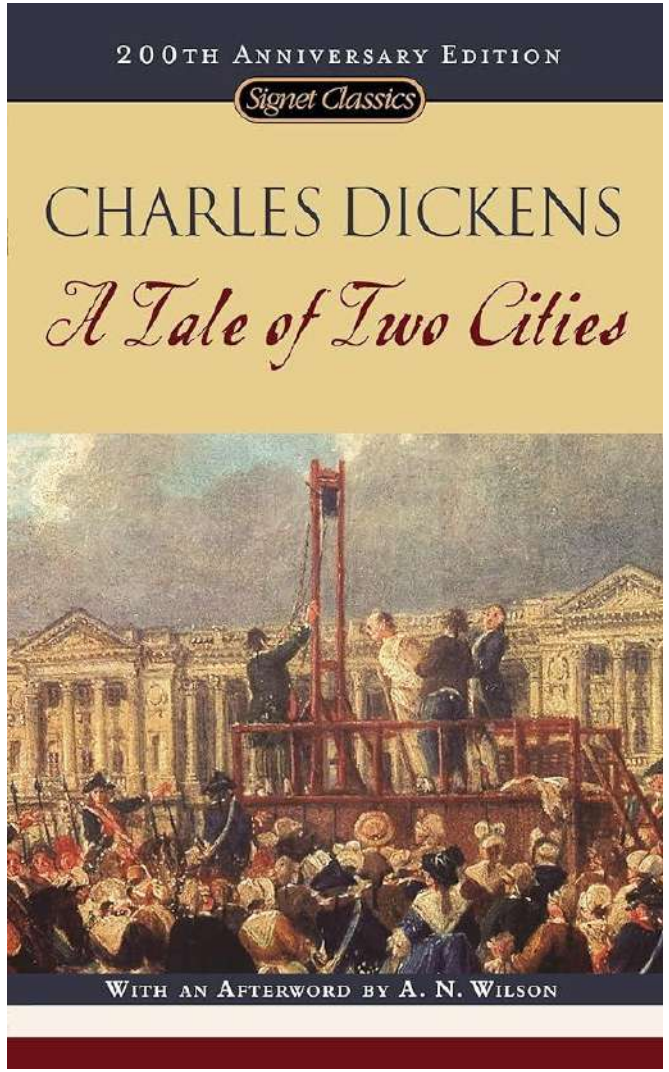

বিপ্লবের শতবর্ষে নির্মিত – আইফেল টাওয়ার (১৮৮৯)

- এটিকে ফ্রান্সের ‘সংস্কৃতির প্রতীক’ বলা হয়।
- ডিজাইনার - গুস্তাভ আইফেল
- অর্থায়ন করে: যুক্তরাষ্ট্র

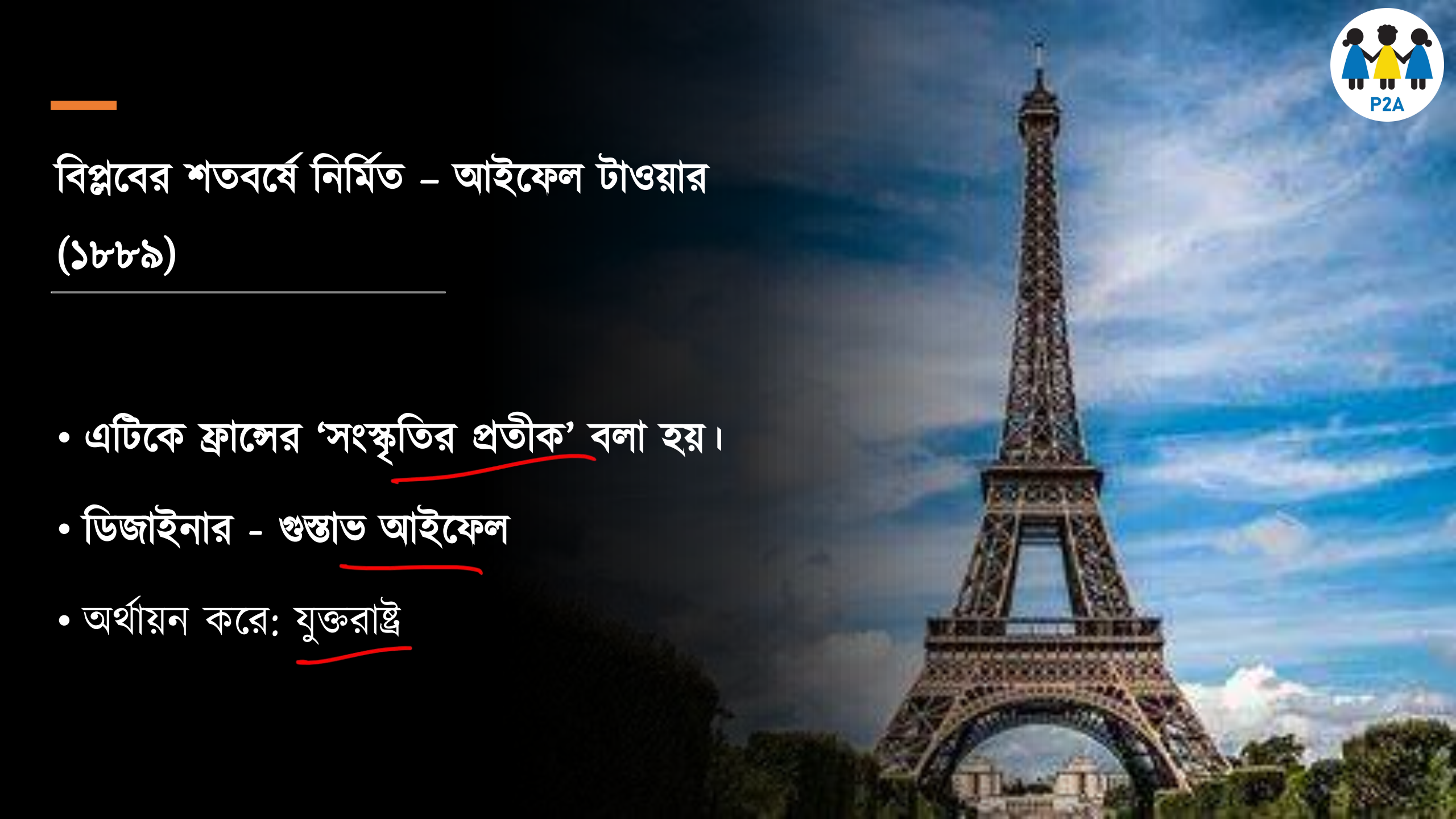

সময়কাল- ঊনবিংশ শতাব্দী

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

- ১৭৯৯ - ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন।
- ১৮০৪ – নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন।
- ১৮০৪-১৮১৫ ইতালির সম্রাট ছিলেন।
- Hundred Days অভিযান পরিচালনা করেন।
- ইতালিতে – লিটল কর্পোরাল ডাকা হতো।

ট্রাফালগার যুদ্ধ

- ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত অ্যামিয়েন্সের চুক্তি অনুসারে ইংল্যান্ডকে মাল্টা দ্বীপ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ইংল্যান্ড মাল্টা দ্বীপ ছাড়তে অস্বীকার করে।
- নেপোলিয়ন জার্মানিতে থাকা ব্রিটিশ সম্পত্তির ওপর নজরদারি শুরু করে।

ট্রাফালগার যুদ্ধ

- ইংল্যান্ডের নৌবাহিনী বারবার ফ্রান্সের বাণিজ্য জাহাজগুলিকে আক্রমণ করতে থাকে। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে থাকা প্রায় ১০০০ ইংরেজকে বন্দি করে রাখে।

ট্রাফালগার যুদ্ধ

- ট্রাফালগার – স্পেনে অবস্থিত
- যুদ্ধের পক্ষ: ইংল্যান্ড বনাম ফ্রান্স + স্পেন
- সময়কাল: ১৮০৫
- ফলাফল: জয়ী ইংল্যান্ড
- ইংল্যান্ডের নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরাল লর্ড ছিলেন নেলসন।

ওয়াটারলু যুদ্ধ

- ১৮১২ সালে নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করে পরাজিত হন। ১৮১৪ সালে তাকে জোরপূর্বক নির্বাসনে পাঠানো হয় ভূমধ্যসাগরের সেন্ট এলবা দ্বীপে।
- ১৮১৫ সালে ১০০০ সমর্থক নিয়ে আবার তিনি সম্রাট হিসেবে ফ্রান্সে ফিরে আসেন।

ওয়াটারলু যুদ্ধ

- ফ্রান্সে নেপোলিয়নের ফিরে আসার পর, মিত্রদের একটি জোট - অস্ট্রিয়ান, ব্রিটিশ এবং রাশিয়ানরা ফরাসি সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।
- নেপোলিয়ন একটি নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিত্র বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ পরিচালনার আগে মিত্র বাহিনীকে একের পর এক আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন।

ওয়াটারলু যুদ্ধ

- ১৮১৫ সালের ১৬ জুন লিগনি যুদ্ধে নেপোলিয়ান প্রুশিয়ানদের পরাজিত করেন। তবে দুই দিন পর ১৮ জুন বেলজিয়ামের ওয়াটার লুর যুদ্ধে ইংল্যান্ডের ডিউক অব ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে নেপোলিয়ানের পরাজয় ঘটে।
- তাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে (আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ মালিকানার) নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৮২১ সালের ৫ মে নেপোলিয়ান মারা যান।

ওয়াটারলু যুদ্ধ

- ওয়াটারলু – বেলজিয়ামে অবস্থিত।
- জয়ী – ইংল্যান্ড
- যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে ছিলেন – ডিউক অব ওয়েলিংটন আর্থার ওয়েলেসলি

- সেন্ট এলবা থেকে ফ্রান্সে ফেরা এবং সেন্ট হেলেনাতে নির্বাসনে যাওয়া এই সময়কালকে বলা হয় হান্ড্রেড ডে'স ক্যাম্পেইন।

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- ফরাসি বিপ্লবের সময়কাল ছিল- ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত।
- ফরাসির বিপ্লবের স্লোগান ছিল- স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব।
- ফরাসি বিপ্লবের স্লোগানের রচয়িতা - রুশো।
- ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণাকারী ছিলেন- রুশো, ভলতেয়ার,দান্তে এবং মন্টেস্কু।
- ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয় - রাজা ষোড়শ লুইয়ের শাসনামলে।
- বাস্তিল দুর্গ নির্মিত হয় - রাজা পঞ্চম চার্লসের সময়।
- ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে পতন ঘটে - বাস্তিল দুর্গের।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয় - নেপোলিয়নকে ।
- নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ক্ষমতায় বসেন- ১৭৯৯ সালে ।
- বিশ্বে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে - ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ।
- বিশ্বের প্রথম পুঁজিবাদি দেশ - ফ্রান্স।
- 'আমার ইচ্ছাই আইন' উক্তিটি- ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের।
- সামন্তবাদের অবসান ঘটে - ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে।
- আইফেল টাওয়ারকে ফ্রান্সের 'সংস্কৃতির প্রতীক' বলা হয়।
- ইতালিতে – লিটল কর্পোরাল ডাকা হতো নেপোলিয়নকে।
- ট্রাফালগার – স্পেনে অবস্থিত
- ওয়াটারলু – বেলজিয়ামে অবস্থিত।
- ট্রাফালগার এবং ওয়াটারলু যুদ্ধে জয়ী - ইংল্যান্ড।
- আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ মালিকানার দ্বীপ সেন্ট হেলেনা

প্রথম আফিম যুদ্ধ

- উনবিংশ শতাব্দীর আগে, চীন ছিল একটি বিচ্ছিন্ন দেশ। তখন এটি বিশ্বের কাছে একদম অপরিচিত একটি দেশ ছিল। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, চীন বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে তাদের অভ্যন্তরীণভাবে বিকাশ সাধন করেছিল।

প্রথম আফিম যুদ্ধ

- ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে, গ্রেট ব্রিটেন চীনে আফিম রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। আফিম, একটি অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত মাদক, যা ভারতে জন্মানো পপি গাছ থেকে তৈরি করা হয়। আর ব্রিটেনের উপনিবেশগুলোর মধ্যে ভারত একটি।
- ব্রিটেন ভারত থেকে আফিম চীনে রফতানি করতে শুরু করে। চীনা ক্রেতারা আফিম মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে, আফিমের চাহিদা দ্রুত বেড়ে যায়।

প্রথম আফিম যুদ্ধ

- আফিমের ব্যাপক আসক্তি চীনা জনগণের জন্য এবং দেশের অর্থনীতির জন্য ধ্বংসাত্মক ছিল। এতে চীনা সরকার ব্রিটিশদের উপর অসন্তুষ্ট হয়। ফলস্বরুপ, চীন আফিম ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং সেইসাথে ১৭৯৯ সালে ব্রিটিশদের দেশে আসতে নিষেধ করে।

- নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, ব্রিটিশরা অবৈধভাবে চীনে মাদকের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৩৯ সালের মার্চ মাসে, চীনা সরকার প্রায় ১৪০০ টন আফিম ধ্বংস করার পদক্ষেপ নেয়। এই ধ্বংসকৃত মাদকের দাম প্রায় ২.৮ মিলিয়ন পাউন্ড।

প্রথম আফিম যুদ্ধ

- সময়কাল: ১৮৩৯-১৮৪২
- যুদ্ধের পক্ষ: ব্রিটেন-চীন
- ১৮৪২ সালে নানকিং চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং হংকং ব্রিটেনের অধিকারে চলে যায়।

নানকিং চুক্তি

- হংকং দ্বীপ ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত হয়।
- চীনের ৫টি বন্দর- ক্যান্টন, অ্যাময়, ফুচাও, নিংপোট এবং সাংহাই বিদেশি বণিকদের ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

২য় আফিম যুদ্ধ/অ্যারো যুদ্ধ

- ১৮৫৬ সালের অক্টোবরের শুরুতে, কিছু চীনা কর্মকর্তা ব্রিটিশ-নিবন্ধিত জাহাজ অ্যারোতে চড়েছিলেন, যখন এটি ক্যান্টনে ডক করা ছিল, ব্রিটিশরা তখন বেশ কয়েকজন চীনা সদস্যকে গ্রেপ্তার করে (যাদের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল)। গ্রেফতারের কারণ হিসেবে তারা অভিযোগ করেন যে, চীনা সদস্যরা ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে দিয়েছিল।

২য় আফিম যুদ্ধ/এরো যুদ্ধ

- চীন- ব্রিটেন+ফ্রান্স
- তিয়েন্তসিন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়।
- তিয়েন্তসিন চুক্তির শর্ত: পাশ্চাত্য দেশগুলো পিকিংয়ে (বর্তমান বেইজিং) স্থায়ী দূতাবাস স্থাপন করতে পারবে

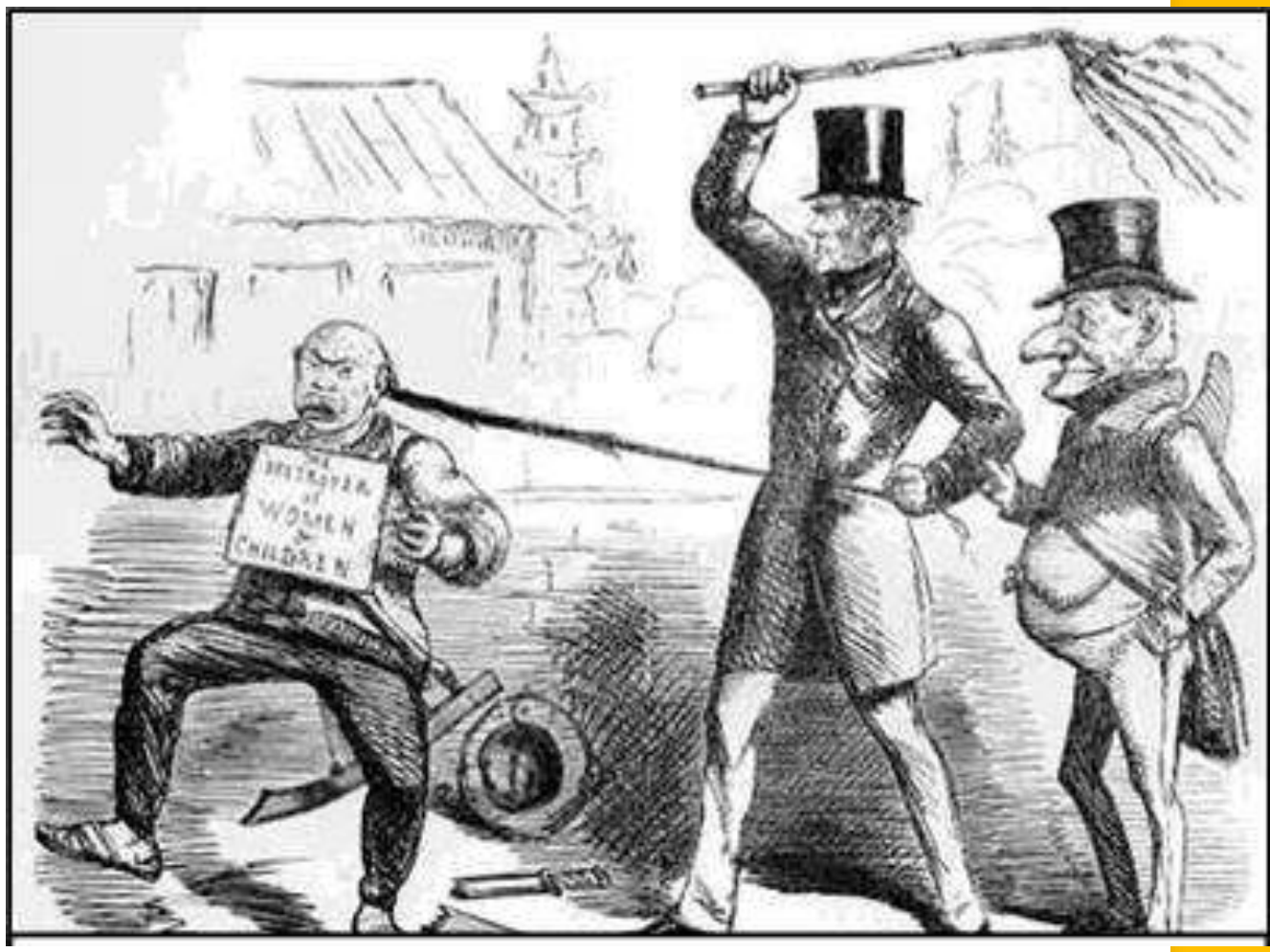

ক্রিমিয়া যুদ্ধ

- ক্রিমিয়ার উপদ্বীপটি পূর্ব ইউরোপের কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। ক্রিমিয়ার বৃহত্তম শহর ও সমুদ্র বন্দরের নাম “সেভাস্কোপোল। এখানে রাশিয়ার একটি নৌঘাঁটি রয়েছে।

Russia
Ukraine
Romania
Bulgaria
Black Sea
Georgia
Caspian Sea
Aegean Sea
Turkey
Ionian Sea

30°
Black Sea
Istanbul
Sea of Marmara
Çanakkale
40°
Aegean Sea
Turkey

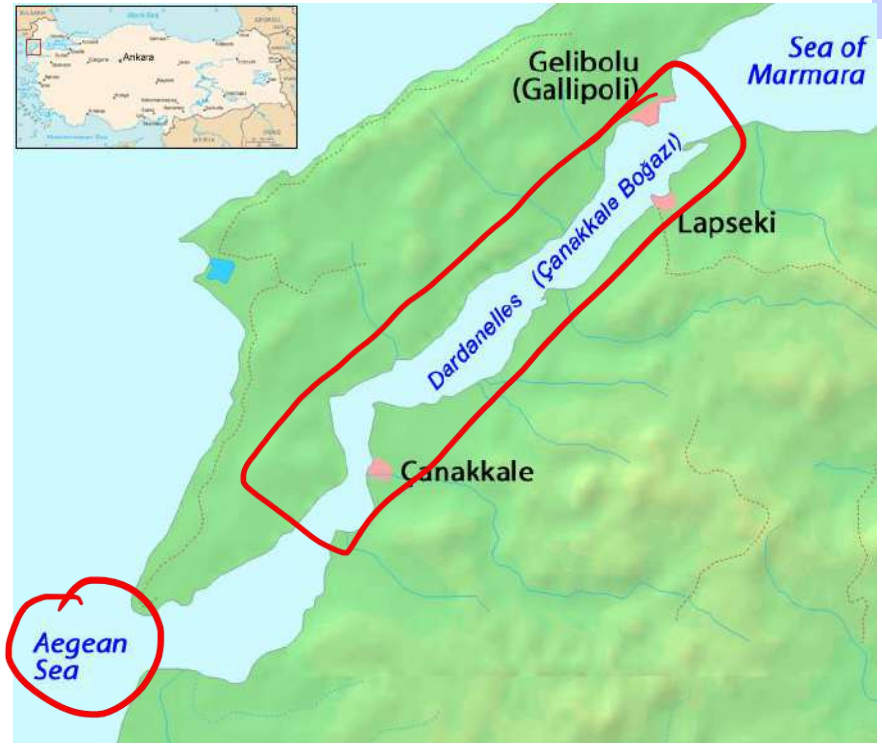
Ankara
Gelibolu (Gallipoli)
Sea of Marmara
Dardanelles (Çanakkale Boğazı)
Lapseki
Çanakkale
Aegean Sea

© WorldAtlas.com
Black Sea
EUROPE
Turkey (Thrace)
Sanyer
Bosporus Strait
N
Kagithane
10 m
10 km
Istanbul
Istanbul
Turkey
ASIA
Sea of Marmara
Princes' Islands
Gebze

ক্রিমিয়া যুদ্ধ

- ১৮৫৩ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্কের নিয়ন্ত্রিত দার্দানেলিস প্রণালী দিয়ে যুদ্ধ জাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিস্টানদের রক্ষার অজুহাতে অটোমান সাম্রাজ্যের তুর্কি এলাকায় রাশিয়া আক্রমণ চালালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সূচনা হয়।
- ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলে।

ক্রিমিয়া যুদ্ধ

- রাশিয়া তুরস্কে আক্রমণ চালালে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তুরস্কের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ১৮৫৬ সালে প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।
- চুক্তির শর্ত অনুসারে রাশিয়াকে কিছু এলাকা তুরস্কের হাতে ছেড়ে দিতে হয়।
- ক্রিমিয়ার যুদ্ধে নার্সিং ইতিহাসে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটেছিল। অপ্রতুল চিকিৎসা সেবা ও সৈন্যদের দূরবস্থার মধ্যে ৩৮ জন সেবিকাসহ সেবার আলো হাতে নিয়ে পাশে এসে পাঁড়ান আধুনিক নার্সিংয়ের অগ্রদূত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল দিনের বেলা কাজ করে রাতে মোমবাতি হাতে আহতদের খোঁজ খবর নিতেন। এজন্য তাকে 'Lady with the Lamp' বলা হয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

গৃহযুদ্ধের কারণ-

- ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে আমেরিকা খুব দ্রুত প্রবল উন্নতি শুরু করে।
- উত্তরের রাজ্যগুলোয় লেগেছিল শিল্প-বিপ্লবের ছায়া। আধুনিক কল কারখানা স্থাপিত হয়। দ্রুত নগরায়ণের প্রসার ঘটে।
- দক্ষিণের দেশ সমূহ ছিল পুরোটাই কৃষি নির্ভর। উত্তর যেখানে যন্ত্র নির্ভর শ্রম ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল আর দক্ষিণ সেখানে কায়িক শ্রম ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলেছিল। মূলত নিগ্রো দাসদের ব্যবহার করেই এর কাজ চলত।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

গৃহযুদ্ধের কারণ-

- ১৮০৮ সালেই দাসবৃত্তির বিরুদ্ধে আমেরিকায় আইন পাশ হয় এবং ১৮৩০ সাল থকে উত্তরের রাজ্য সমূহ তা বাস্তবায়ন করতেও শুরু করে এবং দক্ষিণের রাজ্য সমূহেও তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। সুতরাং স্বভাবতই দক্ষিণের প্রভাবশালী দাস মালিকরা দাসবৃত্তি উঠে যাবার ভয়ে থাকেন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

- **গৃহযুদ্ধের কারণ-**
- ১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিংকনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়েই উত্তর-দক্ষিণ বিরোধ তুঙ্গে ওঠে এবং তিন মাসের মধ্যেই দক্ষিণের সাতটি দেশ সাউথক্যারোলিনা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, অ্যালবামা, জর্জিয়া, টেক্সাস ও লুসিয়ানা যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে আলাদা কনফেডারেশন। সুতরাং ফেডারেল বনাম কনফেডারেন্স বিপরীতমুখী অবস্থান নেয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

গৃহযুদ্ধের ফলাফল-

- নর্দার্ন ফেডারেল স্টেটস জয়ী হয় এবং আমেরিকায় দাস প্রথা বিলোপ হয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

সময়কাল: ১৮৬১ – ১৮৬৫

গৃহযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

– আব্রাহাম লিংকন(১৬তম)

দাস প্রথার অবসান – ১৮৬৩

Emancipation Proclamation

এর মাধ্যমে।

লিংকনের বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণ (২ মিনিট)

“That government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.”

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- বোস্টন চা পার্টি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত।
- আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস - ৪ জুলাই।
- আমেরিকার স্বাধীনতা চুক্তির নাম - পিস অব প্যারিস (প্রথম ভার্সাই চুক্তি)।
- প্যারিস চুক্তি বা Peace Of Paris চুক্তি – ৪ টি।
- ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৩ প্যারিসে চুক্তি হয় – ৩ টি।
- ১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে চুক্তি হয় – ২ টি।
- আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের শতবর্ষে ১৮৮৬ সালে ফ্রান্স 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' উপহার হিসেবে পাঠায়।
- ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (Lady with the Lamp) - ক্রিমিয়া যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত।
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১ – ১৮৬৫) সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট – আব্রাহাম লিংকন।

THANK
YOU